بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

১৬

মেঘ

সেপ্টেম্বর ২০২০

মিউজিকে পর্নোগ্রাফি

যা যা থাকছে

গল্প

প্রবন্ধ

সাক্ষাৎকার

সহ আরো অনেক কিছু

বয়ঃসন্ধিকাল।

অদ্ভূত এক বয়স! অনেকগুলো ফ্যাক্টরের সাথে বোঝাপড়া করতে হয় একটা ছেলেকে এই সময়। বড়রা আর তেমন কাছে টানেনা, একটু দূরে দূরে সরিয়ে রাখে, শরীরে পরিবর্তন আসে, পরিবর্তন আসে হৃদয়েও। এমন অনেক অনুভূতির ঝাঁপি খুলে যায় যা আগে বন্ধ ছিল। পৃথিবীটা দুর্নিবার আকর্ষণে বাহিরে টানে আবার অজানা এক ভয়,শংকাও কাজ করে। অসংখ্য এবং বিপরীতমুখী অনুভূতিগুলোর মাঝে পড়ে ছেলেরা এই সময় দিশেহারা হয়ে যায়। ভুল করে। এই বয়সটাইতো ভুল করার।

নিজের এবং বিপরীত লিঙ্গের শরীর,বাহিরের পৃথিবী নিয়ে অসীম কৌতূহলী মনে একঝাঁক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন না বড়রা, যাদের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। বয়ঃসন্ধিকালের জটিলতা নিয়ে কিশোরেরা যতোটা নাজেহাল হয়, কিশোরীরা তেমন হয়না। মা,বড়বোন বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়াদের ঠিকই পাশে পায় তার। কিন্তু কিশোরদের পাশে তেমন কেউ এসে দাঁড়ায়না। কিশোর মন তখন উত্তর খুঁজে বেড়ায় ইচড়ে পাকা বন্ধুদের কাছে, ইন্টারনেটে। অধঃপতনের ব্যাকরণ লিখা শুরু হয় ঠিক তখন থেকেই।শুধু সেই কিশোর বালকের না, অধঃপতনের ব্যাকরণ লিখা শুরু হয় একটা সমাজ, একটা দেশেরও।

বলা হয়ে থাকে ১২-১৩ বছরের ছেলেদের মতো এমন বালাই আর নেই। এরা হল অনেকটা পথের প্রভুহীন কুকুরের মতো। অনেকাংশেই সত্য। এই অবহেলা,উপেক্ষা, অনাদারে ঘরের এককোণে নিজের শরীর, সমাজ আর পৃথিবীটাকে নিয়ে সংকোচ,দ্বিধায় ভোগা, হাজারো ভুল করা কিশোরদের কাঁধে ভাই হয়ে হাত রাখতে এগিয়ে এসেছেন কিছু যুবক। মুক্ত বাতাসের খোঁজে ফেইসবুক গ্রুপের মাধ্যমে তাঁরা বেশ কয়েকবছর ধরেই কিশোর তরুণদের বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করছেন। তাঁদেরই, উপেক্ষার শিকার বাংলাভাষী কিশোর তরুণদের পাশে দাঁড়ানোর আর একটি প্রচেষ্টা এই 'ষোল' ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি থেকে ইনশা আল্লাহ কিশোর তরুণরা অনেক উপকৃত হবে।জীবনের ভুলগুলো চিনতে এবং সেগুলো শুধরে নেবার অনুপ্রেরণা,শক্তি,সাহস পাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই ম্যাগাজিন এবং ম্যাগাজিন সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিক।আমীন।

লস্ট মডেস্টি
সেপ্টেম্বর,১৫,২০২০

যারা যারা শ্রম দিয়েছেন

আজমাইন হাসিব
আবদুল হালিম
মাহফুজ আনাম
জাহিদুল ইসলাম
শাহেদ আল হাসনাত
নিয়াজ আহমদ খান
ফাহিম আল জাওহার
আখলাক
রাশেদ ইমন

মুক্ত বাতাসের খোঁজে

Click to subscribe

গ্রুপে এড হতে লোগোর উপর ক্লিক করুন

এক ঝলকে দেখে নাও--

তোমার করা পাপকাজগুলো যদি অন্যের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়.....

মার্শম্যালো টেস্ট.....

কটুকাটব্য কথন.....

অন্ধকার নীল থেকে আকাশের নীলে...

The Quranic Solution...

আলো আধাঁরে আমরা...

নীড়ে ফেরার গল্প...

গতমাসে ঘটে যাওয়া কিছু দুঃসহনীয় স্মৃতি!...

'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ' এর সম্পাদকের সাক্ষাৎকার...

নীল লোহিত থেকে উত্তরণের সোপানাবলী...

পড়তে পারো নিচের বইগুলো...

Short Reminders...

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
(সূরা নুর, আয়াত ৪২)

লেখা পাঠাও এই ঠিকানায়-
editor.sholo@gmail.com

তোমার করা পাপকাজগুলো যদি অন্যের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়?

- মুহাম্মাদ কামরুল

মনে কর, তুমি প্রতিদিন কী কী কর, সেটা নিয়ে একটা 'রিয়েলিটি টিভি শো' বানানো হচ্ছে। তোমার বাসার আনাচে কানাচে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তুমি ঘুম থেকে ওঠার পর ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সবসময় তোমার সাথে একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার তোমার দিকে ক্যামেরা তাক করে রেখেছে। তুমি কী বলছ, কী খাচ্ছ, কী দেখছ, সবকিছু প্রতি মুহূর্তে রেকর্ড করা হচ্ছে। কল্পনা কর, যদি এরকম কোনো ঘটনা সত্যিই ঘটে তাহলে তোমার মানসিক অবস্থা কী হবে? তুমি প্রতিটা কথা বলার আগে চিন্তা করবে যে, তোমার কথাগুলো মার্জিত হচ্ছে কি না, তোমার হাঁটার ধরন ঠিক আছে কি না, তুমি উল্টোপাল্টা দিকে তাকালে সেটা আবার রেকর্ড হয়ে গেলো কিনা? তুমি টিভিতে যেসব হিন্দি সিরিয়াল, বিজ্ঞাপন, মুভি দেখ, যেসব গান শুনো, ইন্টারনেটে যে সব সাইট ঘুরে বেড়াও, সেগুলো ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে গেলে লোকজনের কাছে মান-সম্মান থাকবে কি না! তোমার নিজের প্রতি দায়িত্বশীলতা, সচেতনতা বহু গুণে বেড়ে যাবে। সিসি-টিভি ক্যামেরা থেকে আরও সহস্র গুণ উন্নত প্রযুক্তিতে আমাদের প্রতিটি কাজ রেকর্ড করা হচ্ছে। ক্যামেরায় যান্ত্রিক ত্রুটি হয়, লোডশেডিং হলে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের উপর যেসব সংরক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা মুহূর্তের জন্যও বিরতি নেন না, তারা ত্রুটিবিচ্যুতিহীন। তাঁরা কোনো কিন্তু কোনও যন্ত্রও নন। ক্যামেরা বোঝে না কী হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা বোঝেন আমরা কী করছি। তাঁরা যখন আমাদের কাজ রেকর্ড করেন, তাঁরা জেনে বুঝেই তা রেকর্ড করেন। তাঁদের মধ্যে কোনো পক্ষপাত নেই। আমাদের প্রতি তাঁদের কোনো দুর্বলতা নেই যে, আমাদের কোনো অন্যায় ছেড়ে দেবেন। আমাদের প্রতি তাঁদের কোনো রাগ-ক্ষোভ-অভিযোগও নেই

যে, তাঁরা আমাদের কোনো ভালো কাজকে গোপন করে ফেলবেন,এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলছ তাঁরা কারা—তাঁরা সম্মানিত লেখকবৃন্দ। কিয়ামতের দিন তাঁরা যখন তাঁদের রেকর্ড জমা দেবেন, তখন আমরা তাঁদের প্রতি কোনো ধরনের অভিযোগ করে তাঁদের কাজের যথাযথতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবো না। "তোমরা কী করো , তাঁরা জানে" — একজন মুসলিমের জন্য এর চেয়ে ভয়ের কিছু নেই।

আমরা অনেক সময় এমন কিছু কাজ করি, যা অন্য কেউ দেখে ফেললে, অথবা মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে গেলে আর মানুষকে মুখ দেখাতে পারবো না। সারা জীবন মাথা নীচু করে অপমানিত হয়ে জীবন পার করতে হবে। এত কষ্ট করে অর্জন করা মান-সম্মান, মানুষের ভালবাসা সব মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। অনেক সম্মানিত মানুষ আছেন যাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি, অনুসরণ করি। অথচ তাদেরই জীবনে দেখা যায় তারা এমন কিছু করেছেন, যা জানতে পারলে আমরাই তাদের মুখে থুথু মারব। এরকম একটা নোংরা মানুষকে কিভাবে আমরা এতদিন সম্মান করেছি, তা ভেবে নিজেকে ধিক্কার দেবো। প্রতিটি মানুষের জীবনেই এরকম লজ্জার ঘটনা আছে, যা সে সারাজীবন মানুষের কাছে সম্মানিত লেখকদের কাছে গোপন গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মানুষের কাছে গোপন রাখতে পারলেও 'কিরামান কাতিবিন' — করতে পারবে না। একদিন আল্লাহর আদালতে এই লেখকরা আমাদেরকে নিয়ে লেখা কিতাব জমা দেবেন। সেদিন আল্লাহর সামনে একা দাঁড়িয়ে আমরা এই দুনিয়ায় করা প্রতিটি কাজ এক এক করে দেখতে থাকবো ।

'পুণ্যবানরা থাকবে অনাবিল সুখ-শান্তিতে। আর চরম অপরাধীরা থাকবে লেলিহান শিখায়। বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে কখনোই তারা রেহাই পাবে না। কে আছে তোমাকে বোঝাবে যে, সেই বিচার দিন কী হতে যাচ্ছে? আবার বলছি, কে আছে তোমাকে বোঝাবে যে, সেই বিচার দিন কী হতে যাচ্ছে? সে এমন এক দিন যেদিন কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না। সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে শুধু আল্লাহর"। — আল-ইনফিত্বার ১৩-১৯

তোমার কিন্তু এইটুকু বোঝার বয়স বেশ ভালোই হয়েছে,কোনগুলো করতে হবে,কোনগুলো করা যাবে নাহ। তুমি যদি সত্যিই মনে কর ক্বিয়ামতের দিন তোমার কাজগুলো অন্য কেউ দেখে ফেললে লজ্জিত হবে তুমি,তাহলে আমি বলব দৈনন্দিন কাজগুলো করার আগে একটু কেয়ারফুল হও,একটু ভেবে নিও ঠান্ডা মস্তিষ্কে!!!

মার্শম্যালো টেস্ট

আব্দুল্লাহ দিদার

মার্শম্যালো টেস্টের নাম শুনে থাকবে হয়তোবা, না শুনে থাকলেও ক্ষতির কিছু নেই। চলো জেনে নেওয়া যাক, ৭০ এর দশকে স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির প্রফেসর Walter Mischel গড়ে ৪ বছর বয়সী কিছু বাচ্চাদেরকে নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন। মি.মিশেল এদের সামনে একটা করে মার্শম্যালো রাখলেন- এবং শর্ত দিলেন, যদি এরা পনেরো মিনিট পর্যন্ত এই মার্শম্যালো না খেয়ে থাকতে পারে, তাহলে দশ মিনিট পর তাদেরকে আরও একটা মার্শম্যালো দেয়া হবে। পনেরো মিনিটের লোভ সংবরণ। পুরস্কার হিসেবে দুটো মার্শম্যালো।

এখন মার্শম্যালো হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য খুব-ই লোভনীয় জিনিস। অনেক দিন ধরে ড্রাগ না পেয়ে পাগলপ্রায় হয়ে যাওয়া এডিক্টের কাছে কোকেইনের মতো। দেখা মাত্র-ই এই জিনিস মুখে পুড়ে না দেয়া প্রায় অসম্ভব।

তার এক্সপেরিমেন্টের প্রায় ২০-৩০% ৪ বছর বয়সী বাচ্চারা দশ মিনিট লোভ সংবরণ করেছিলো, এবং শেষে দু'টো মার্শম্যালো পেয়েছিলো ইন্টারেস্টিংলি, মি. মিশেল

এই বাচ্চা গুলোকে বছরের পর বছর অব্জার্ভেশনে রাখেন। এবং দেখতে পান যে, যে বাচ্চারা সেদিন লোভ সংবরণ করতে পেরেছিলো এরা তাদের বন্ধুর চেয়ে জীবনে বেশি সাক্সেসফুল হয়। এরা স্কুলের পার্ফমেন্সে ভালো করে, ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে, ভালো বন্ধু হয়, সুখী দাম্পত্য জীবন কাটায়, বেশিদিন বিয়েতে টিকে থাকতে পারে।

এখান থেকে কী উপসংহারে আসা যায়? লোভ সংবরণ, নিজেকে আটকাতে পারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। এপারেন্টলি ইসলামের সবকিছুতে-ই আমি এটা দেখি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। নানা প্রলোভন থেকে। ইমিডিয়েট প্লেজার না, বরং দূরে তাকাও। সময়ের আগে চলো। এটা সুন্দর। এর প্রভাব আপাতদৃষ্টিতে অনেক কম মনে হলেও, লং-টার্মে নিজেকে সংবরণ করতে পারার স্বভাব জীবনকে বদলে দিতে পারে।

যে বাচ্চাগুলো পুরো দশ মিনিট মার্শম্যালো না খেয়ে থাকতে পেরেছিলো- এদেরকে পরে ইন্টারভিউ নেয়া হয়। ওরা বলে - ওরা ওই সময়ে মার্শম্যালোর কথা ভাবছিলো না। মার্শম্যালোর দিকে তাকালে-ই ভাবতো, এটা ছবি। এটা সত্যি না।আর তাছাড়া বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু সেই সময় চোখ বন্ধ,নিজের মনের মত খেলা করা এইসব নতুন নতুন উপায়ও বের করেছিলো।

লোভ, প্রলোভন থেকে দূরে থাকার একটা উপায় এটাও হতে পারে। নিজেকে অন্যকিছুকে ব্যস্ত করে ফেলা। লোভনীয় জিনিসটা থেকে মাইন্ডকে ডিস্ট্র্যাক্ট করে রাখা।ঠিক তেমনি তোমার হালাল রিলেশন (বিয়ে) হচ্ছে নাহ বলে যে তুমি পর্ন, মাস্টারবেশন নিয়ে পড়ে থাকবা, স্টোরিতে রিলেশনশিপ গোলের মিম দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করবা,ফ্রেন্ডদের কাছে গার্লফ্রেন্ড/ বয়ফ্রেন্ড খুঁজে দিতে বলবা বিষয়টি কিন্তু এমন নাহ। এই জন্য পাপ হবার যতো উপকরণ, মাধ্যম - সেগুলোকে প্রথমে অ্যাড্রেস করে আগাতে হবে। অ্যাডিকশন, ব্যাড হ্যাবিট কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অল্টারনেটিভ কিছুতে ব্যস্ত করতে হবে নিজেকে। অবসরকে ইফেক্টিভ করার ট্রাই করতে থাকো।

আত্মনিয়ন্ত্রণ মানুষকে এমন কিছু দিতে পারে – যেটা আর কিছুর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব না।

কটুকাটব্য কথন

উমার আত-ত্বলহা

বেস্টফ্রেন্ডের সাথে দেখা হলেই মুখ দিয়ে প্রথমেই এফ ওয়ার্ড বেরোবে। কোনকিছু দেখে সুন্দর লাগলে 'আরেহ ব্যাটা জোশ তো', তারপর দুই-একটা গালি মুখ দিয়ে অবচেতনভাবেই বেরোয়ে যায়। উচ্ছৃঙ্খলার সাথে কোন ছেলে-মেয়ে পাশ কাটিয়ে গেলে তাকে গালি দেওয়া কিন্তু আমাদের নিত্যদিনের স্বভাব। গেমের মাল্টিপ্লেয়ার মোডে একে অপরকে গালি দেওয়া তো ডালভাত অনেকটা। অথচ আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি এই বিষয়ে ইসলাম কি বলে? ইসলাম আদৌ সমর্থন করে কিনা এইগুলো?

আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল বলেছেনঃ 'নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, 'মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।'
(সূরা আন-নূর ২৪ঃ আয়াত ১৯)

মুনাফিকদের কিন্তু আমরা খুব একটা ভালো চোখে দেখি না, তাইনা? কারোর মধ্যে মুনাফিকের স্বভাব থাকলে গা জ্বলে ওঠাটা কিন্তু অস্বাভাবিকতা নয়। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয়, যে আমার নিজের মধ্যেই এই মুনাফিকের স্বভাব রয়েছে! আসো দেখে নেওয়া যাক।
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়।
. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে;
. কথা বললে মিথ্যা বলে;
. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং
. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে।'
(সহিহ বুখারীঃ ৩৪)

"দুই-একটা গালি মুখ দিয়ে অবচেতনভাবেই বেরোয়ে যায়"

অনেক সাংঘাতিক হাদিস মনে হচ্ছে তাই না? চলো এই বিষয়ে আরো কিছু হাদিস জেনে নেওয়া যাক।
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ
'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।'
(সহিহ বুখারীঃ ৪৮)
'হে 'আয়িশাহ! তুমি কখনো আমাকে অশালীন দেখেছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার দুষ্টামির কারণে মানুষ

তাকে ত্যাগ করে।'
(সহিহ বুখারীঃ ৬০৩২)
'ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে খারাপ, যাকে মানুষ তার অশালীন কথার ভয়ে ত্যাগ করেছে।'
(সুনানে আবু দাউদঃ ৪৭৯১)

কখনো কি ভেবে দেখেছি আমার কোন বন্ধু আমার কাছে আসতে ভয় পায় কিনা? আমার স্লেজিং এর জন্য আমাকে এড়িয়ে চলে কিনা? যদি তাই-ই হয় তাহলে তো আল্লাহর নিকট আমার অবস্থান খুবই নীচে হবে, সবচেয়ে খারাপ। তখন আমার হতাশার পরিমাণ সম্পর্কে আমার ধারণা থাকাটা কিন্তু খুব বেশি জরুরি!

আচ্ছা তা না হয় মানলাম আমি অকারণেও গালি দিই, কিন্তু কেউ যখন আমার সাথে প্রচন্ড আকারে খারাপ আচরণ করে, বা কেউ খুব বড় রকমের অন্যায় করেছে আমার সাথে। তখন কি করব আমি? এইখানেও কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আছে। রাগ কমানোর জন্য গালি কিন্তু কোন মুসলিমের উপায় নয়।
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ 'ক্বিয়ামাত দিবসে মু'মিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোন জিনিস হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।'
(জামে' আত-তিরমিজিঃ ২০০২)
তিনি আরো বলেনঃ 'দু'ব্যক্তি যখন গালমন্দে লিপ্ত হয় তখন তাদের উভয়ের গুনাহ তার উপরই বর্তাবে, যে প্রথমে শুরু করে; যতক্ষণ না অত্যাচারিত সীমালঙ্ঘন করে(প্রতিউত্তর দেয়)।'
(সহিহ মুসলিমঃ ৬৪৮৫)
তাহলে আমরা এখানে কিন্তু একটা ট্রিক খাটাতে পারি। কেউ যদি আমাদের গালি দেয় আমরা

> "ক্বিয়ামাত দিবসে মু'মিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোন জিনিস হবে না"

কখনোই তাকে গালি দেব না। বরং চুপ থাকব, যেন সমস্ত পাপ সে পায়!

আসো এই বিষয়ে একটা গল্প শুনে নিই আমরাঃ 'একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় এক লোক আবূ বকর (রাঃ) কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু আবূ বকর (রাঃ) কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। অতঃপর পুনরায় সে আবূ বকর (রাঃ) কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু তিনি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

তৃতীয়বার সে আবূ বকর (রাঃ) কে গালি এবং কষ্ট দিলে এবার তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন। আবূ বকর (রাঃ) যখন প্রতিশোধ নিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। আবূ বকর (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন তখনঃ "আসমান হতে একজন ফেরেশতা নেমে ছিলেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এখানে উপস্থিত হয়েছে। শয়তান এখানে উপস্থিত হওয়ায় আমি আর বসতে পারি না।" (সুনানে আবু দাউদঃ ৪৮৯৬)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গালাগালি, অশ্লীল কথবার্তা পরিহার করতে সহায়তা করুন এবং তাঁর উপরই অটুট রাখুক!

অন্ধকার নীল থেকে আকাশের নীলে...

অন্ধকার নীল জগতে জীবন গাড়ি ছুটিয়ে চলছিলাম দানব গতিতে। হিতে বিপরীত হতে পারে , তাই সেই জীবনের বিষাদ বর্ণনায় না যাই (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন)।

রমজানের শেষের দিকে একদিন একটা পোস্ট পড়লাম , সেখানে লেখা ছিল খারাপ রুহ কবচ এর রূপক হল , ভেজা পশমের বালিশের ভেতর থেকে কাঁটাযুক্ত ডাল বের করার মত। তার কয়েকদিন পরে আরেকটা পোস্ট পড়লাম, তার সারমর্ম এই যে, কেউ যদি মনে করে 'কালিমা' যখন পড়েছি জান্নাতে একদিন না একদিন তো যাবই, তাদের কথা যদি সঠিকও হয় তবুও তাদের বোঝা উচিত এই একদিন না একদিনের আগে যে কত সহস্র বছর পার করতে হবে তা কিন্তু অসহ্য!
আমি আমার জীবনে এবার একটা হার্ড ব্রেক করার শব্দ পেলাম।

(পরের লেখাগুলো যখন পড়বে তখন ভেবে নিবে যে তোমার খুব কাছের কেউ খুব নরম স্বরে যেন কথাগুলো যেন বলছে!)

প্রথমে কিছু উপলব্ধি তুলে ধরা যাক,

অনেকে বলে মৃত্যুর কথা মনে করলে আর দুনিয়াদারি ভাল লাগে না। এও শুনেছি যে মৃত্যুর কথা চিন্তা করলে খারাপ কাজ করা যায় না। আমি না আগে কথাটা ঠিক বুঝতাম না। আমার মনে হত তাহলে কি ব্যাপারটা এমন যে মরে গেলে তো আর ইউরোপ ট্যুর দেওয়া হবে না, টাকা যা উপার্জন করলাম তা তো খেয়ে যেতে পারব না, কবরেও নিয়ে যেতে পারব না! কিন্তু না! একজন মুসলিমের তো এসব চিন্তা থাকার কথা নয়। তাহলে মৃত্যু তো একজন মুসলিমের জন্য সুখের বিষয় হওয়ার কথা ছিল, তাহলে ভয় কিসের? এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেই

> "অন্ধকার নীল জগতে জীবন গাড়ি ছুটিয়ে চলছিলাম দানব গতিতে।"

উপলব্ধিটা আমার গায়ের লোম দাঁড় করিয়ে দিল তা হল এই যে, মৃত্যু মানে হল আমার তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। আমাদের জন্য তওবা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি বেঁচে আছি এর মানে হল আমি তওবা করার সুযোগ পাচ্ছি, যেই সুযোগ এই লেখাটি পড়ে শেষ করা পর্যন্ত থাকবে কি না আমি জানিনা!

নীল জগতে বিচরণের ফলে তৈরি শারীরিক সমস্যা নিয়ে তোমার যত চিন্তা, এই চিন্তাগুলো

হচ্ছে দাবা খেলার সৈন্যের মত। এই চিন্তা তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে কথা সত্য, হয়তোবা তুমি এই চিন্তা থেকেই সমস্যার সমাধান তালাশে মাঠে নেমেছ। কিন্তু এই সৈন্য তোমাকে কিন্তু বেশিদূর নিয়ে যাবে না। দুনিয়ায় ভালো থাকতে এই অনুপ্রেরণা কাজ যদি করেও, তুমি তোমার অনন্ত আখিরাত হারাতে বসছ না তো আবার? তোমাকে কিন্তু এখন হাতি, ঘোড়া, নৌকা, মন্ত্রী নিয়েই আগাতে হবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই যুদ্ধে তোমার একমাত্র অস্ত্র। এই বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহর কথাগুলোর ওপর বিশ্বাস, আল্লাহর দেয়া ওয়াদাগুলোর উপর বিশ্বাস। তিনি আজাবের কথা বলেন, জান্নাতের কথা বলেন। তিনি বলেছেন তিনি ক্ষমা করে দেন, তিনি সাহায্য করেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। এখন তাহলে তুমি যদি বিশ্বাস কর তিনি তোমার ডাক শুনবেন, তাহলে এখনও চুপ করে আছ ? তুমি জানো, আমার জীবনের মোড় সেইদিনই বদলায় গিয়েছে যেইদিন আমি এইটা উপলব্ধি করলাম যে আল্লাহ কোন আলেম কিংবা কামেল ব্যক্তির না , আল্লাহ আমারও!

আল্লাহর ইচ্ছায় একটি বিষয় আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তা হল অতীতের ভুলগুলো হতে সাবধান হওয়া। মানুষ ভেদে ভুল ভিন্নভিন্ন হতে পারে। তবে আমি যে ভুলগুলো করতাম সেগুলো ছিল এমন যে সরাসরি অশ্লীলচিত্র না দেখলেও অশ্লীলতার প্রতি তাড়না করে এমন বিষয়গুলোর প্রতি উদাসীনতায় আচ্ছন্ন থাকা। এই উদাসীনতা বলিউড এর গান থেকে শুরু করে বাংলাদেশী ঈদের নাটক পর্যন্ত আবার সামাজিক কিংবা ফ্যান্টাসি টিভি সিরিজ থেকে শুরু করে অশ্লীল দৃশ্য ও কথা যুক্ত মিমস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই সকল কিছু আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘন ছাড়া কিন্তু তুমি কখনোই উপভোগ করতে পারবে না । নিজের জীবন দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি আল্লাহর বেঁধে দেয়া এই নিয়ম

" আল্লাহ কোন আলেম কিংবা কামেল ব্যক্তির না , আল্লাহ আমারও! "

ভাঙ্গলে সফলতার ট্রেনে যাত্রা করা যাবেনা। সুতরাং, এই যাত্রায় আল্লাহ তায়ালাই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমার মুক্তির পথ একটু ত্বরান্বিত হল।

এত দূর পর্যন্ত যদি তুমি যদি যাত্রা করে থাকতে পারো, তাহলে তোমার জন্য আমার জীবন থেকে পাওয়া আরও একটা অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করি। পবিত্র আল-কুরআনে আমি পেলাম মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন পরিপূর্ণভাবে

দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে; এই আদেশটি মহান আল্লাহ আমাকে আমার নিজের জীবনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার জীবনে এমন সময় গিয়েছে যখন আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি, সপ্তাহে একবারের বেশি অশ্লীলতার দিকে যাইনি (নিজে নিজেই এটা ঠিক হয়ে যাবে এমন আশায়)। মনের মধ্যে এমন একটা আশার আলো দেখা শুরু করেছিলাম যে এবার বুঝি ভালো হয়ে যাব। শয়তান আর আমার মাঝে একটা দেয়াল বানিয়ে নিচ্ছিলাম। তবে এই দেয়ালের মাঝে কয়েকটা ফাঁক রেখে দিয়েছিলাম তা ছিল নিজের ইচ্ছায়। ঐ যে হাস্যকর জাতীয় কিছু যুক্তি প্রদর্শন। গিটারের খুব নেশা ছিল, গানের গলাও খারাপ ছিল না, দিনের মধ্যে সময় পেলেই গিটারের নতুন কোন কর্ড এ পারদর্শী হওয়ার চেষ্টা আর নতুন গান তুলার নেশা ছিল। যুক্তি ছিল আমি নামাজ তো পড়ছিই, আর বয়স তো বেশি না, এগুলো তেমন খারাপ কিছু নাহ। গায়রে মাহরাহমদের সাথে মেলামেশাও হরদম চলছিল। ভাবছিলাম এসব তো এখন ছাড়তে পারব না, একসময় ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকবার দেয়ালের এসব ফাঁক গলে শয়তান আমাকে টেনে বের করে নিয়ে চলে যেত বারবার। একই ঘটনা বারবার ঘটার পরও আমি বুঝতাম না ভুলটা কোথায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে বুঝালেন।

এই যাত্রায় আল্লাহ আমাকে যা যা করার তৌফিক দিয়েছেন এবার সেগুলো একটু সেগুলো বলিঃ

. আল্লাহর কাছে চেয়েছি। নিজের মনের যেটুকু গভীরে যাওয়া যায় ততটুকু দিয়ে আল্লাহর কাছে চেয়েছি। বারবার বলছি আমাকে ঠিক বুঝ দিন। আমার ঈমানকে মজবুত করে দিন।

. নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছি আল্লাহর কাছে। আল্লাহর বেঁধে দেয়া সেই নিয়মের কারণ আমি তখন বুঝিনি, সেখানে প্রশ্নও করিনি। নিজের

"মনের মধ্যে এমন একটা আশার আলো দেখা শুরু করেছিলাম যে এবার বুঝি ভালো হয়ে যাব।"

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছি।

. অকস্মাৎ কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে মাথায় যে সমাধান প্রথমে এসেছে তাই দিয়েই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি এবং তাতেই আল্লাহর সাহায্য চেয়েছি।

. ল্যাপটপ থেকে পুরো মুভি ফোল্ডারটি রিমুভ করছি

. মোবাইল থেকে সব মিউজিক ডিলেট করে দিয়েছি।

. গিটারটা স্টোর রুমে রেখে দিয়েছি, কিছুদিনের

মাঝে গিটারের ফ্রেম নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

. ফেইসবুকে, ইন্সটাগ্রামে যার কাছ থেকেই হারাম কোন কন্টেন্ট পাওয়ার আশঙ্কা আছে তাকেই আনফলো করে দিয়েছি। বিভিন্ন ইসলামিক পেজ ও মুসলিম স্কলারদের বেশি করে ফলো করা শুরু করছি।

. দৃষ্টির হিফাজতও করছি কড়াকড়ির সাথে। ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে দেরি করি নাই।

. সর্বদা আল্লাহকে মনে রাখার চেষ্টা করেছি। নিজের মনে কোন ধরনের খারাপ চিন্তা আসার সাথে সাথে তওবা করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছি।

আমার জীবনে এরপর একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি পার করে দিলাম নীল দুনিয়া থেকে মুক্ত টানা পঞ্চাশটি দিন। বিশ্বাস কর, আমার জন্য এটা ছিল পুরোপুরি অবিশ্বাস্য। আমার এই সফর কেবল শুরু। আল্লাহর কাছে আমি আমার মত সকলের জন্য দোয়া করি (তোমরাও তোমাদের দোয়া থেকে আমাকে শামিল করতে ভুলো না কিন্তু!)।

[*এই প্রবন্ধের লেখক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*]

THE QURANIC SOLUTION

বয়সটা কিন্তু অনেক আবেগের। এই সময়ে যাকে তাকে কিন্তু আমরা বন্ধু হিসেবে ভালোবেসে ফেলি, তাই না? এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বন্ধু সিলেকশনের ক্ষেত্রে কুরআনে কি কি নির্দেশনা এসেছে সে বিষয়গুলোই তুলে ধরেছেন রাব্বী ইমন।

হে মু'মিনগণ ! তোমরা মু'মিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্‌কে তোমাদের বিরূদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?
(আন নিসা, আয়াত নম্বরঃ ১৪৪)

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।
(আল মায়িদা, আয়াত নম্বরঃ ৫১)

হে মু'মিনগণ ! তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করো।
(আল মায়িদা, আয়াত নম্বরঃ ৫৭)

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।
(আল ইমরান ৩, আয়াত নম্বরঃ ২৮)

যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুক রূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদেরকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে ; কুফরীহেতু ইহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।
(আল আন'আম, আয়াত নম্বরঃ ৭০)

জালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্ত দ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করিতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছিবার পর।' শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।
(আল ফুরকান, আয়াত নম্বরঃ ২৭-২৯)

বন্ধুরা সেই দিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।
(আয যুখরুফ আয়াত নম্বরঃ ৬৭)

আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে। উহাদের সঙ্গে যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো জালিম।
(আল মুমতাহিনা, আয়াত নম্বরঃ ৯)

সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত, বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না।
(আল মা'আরিজ, আয়াত নম্বরঃ ৮-১০)

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।
(আত তাওবাহ, আয়াত নম্বরঃ ১১৯)

তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।

(আল মুজাদালা, আয়াত নম্বরঃ ২২)

বর্ষাকাল।
হুটহাট বৃষ্টি নেমে পড়ে। সকালে আকাশটি ভালোই পরিষ্কার ছিল। তখনই দুই বন্ধু আবিদ এবং সীমান্ত বের হয়েছিল বাইরে একটু হাঁটার জন্য। সীমান্ত, প্রকৃত নাম আবু সুফিয়ান, তবে সবাই তাকে সীমান্ত বলেই জানে। হুট করে আকাশ মেঘলা হয়ে আসার সাথেসাথেই বৃষ্টির একটি দুটি করে ফোঁটা পড়তে শুরু করলো। দুই বন্ধু আশ্রয় নিল তাদের চিরচেনা স্কুলের বারান্দায়। সীমান্ত পকেট থেকে তার ফোন এবং হেডফোন বের করে গান শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরকম ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে গান শুনতে তার খুব ভালো লাগে। সাথে একটু ফেসবুকিং হলে মন্দ হয় না। আবিদ ভাবছে অন্য কথা, বৃষ্টির সময় হল দোয়া কবুলের সময়।

সীমান্ত গান শুনছে, হাতে ফোন, চলছে নিউজফিডে ঘোরাফেরা। হঠাৎ আবিদ সীমান্তর হেডফোন ধরে হালকা টান দিলো। সীমান্ত বলে উঠলো,
-কিরে, কি হল টানছিস কেন? গান শুনছি, দেখছিস না?
আবিদ বললো- হ্যাঁ, দেখতেই তো পারছি কি অকাজ করছিস।
-অকাজ বলছিস কেন? বৃষ্টির সময় গান শুনতে আমার খুব ভালো লাগে, সাথে ফেসবুকিং ও হয়ে যাচ্ছে একটু একটু।
-আচ্ছা, তুই কি কখনো ভেবে দেখেছিস যেটা করছিস সেটা ঠিক

করছিস কিনা?
-বুঝতে পারলাম না তুই কি বলতে চাচ্ছিস! কান থেকে হেডফোন খুলতে খুলতে সীমান্ত বললো।
আবিদ বলল -আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। একটু মনোযোগ দিয়ে শোন।

তোর এই গান শোনা, নিউজ ফিডে অকারণে ঘোরাফেরা করে সারাদিন ট্রল, মিম, ফানি ভিডিও সহ আরো অন্যান্য জিনিস দেখা এগুলো কি আমাদের ধর্ম সমর্থন করে? একদম করে না।
চল প্রথমে তোর গান শোনাটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। পবিত্র কুরআন আমাদের কি বলে?

কুরআনের ভাষ্যঃ আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানে আখিরাত-প্রত্যাশী মুমিনদের প্রশংসা করার পর দুনিয়া-প্রত্যাশীদের ব্যাপারে বলছেন,

উক্ত আয়াতের শানে নুযূলে বলা হয়েছে যে, *নযর ইবনে হারিস বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী খরিদ করে এনে তাকে গান-বাজনায় নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনানোর জন্য সে গায়িকাকে আদেশ করত এবং বলত মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামায, রোযা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে শুধু কষ্টই কষ্ট। তার চেয়ে বরং গান শোন এবং জীবনকে উপভোগ কর।-(মাআরিফুল কুরআন ৭/৪)*

আমাদের রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কি বলেন?
গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'আর একশ্রেণীর লোক আছে, যারা অজ্ঞতাবশত খেল-তামাশার বস্তু ক্রয় করে বান্দাকে আল্লাহর পথ থেকে গাফেল করার জন্য।' (সূরা লুকমানঃ ৬)

" তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিয়ো না। আর এসবের ব্যবসায় কোন কল্যাণ নেই। জেনে রেখো, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।"
-(জামে তিরমিযী হাদীস :১২৮২; ইবনে মাজাহ হাদীস : ২১৬৮)

তো এটুকু থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, গান বাজনা আমাদের জন্য হারাম। এর চর্চা করা, এটি শ্রবণ করা, এটির ব্যবসা সবকিছুই হারাম এবং হারাম মানে আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি এটি করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাই, তুই যে গান শুনছিস এটা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বা নিষিদ্ধ। এর জন্য কবরের আজাবও রয়েছে।(এক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রযুক্ত মডার্ন মিউজিক সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাদ্যযন্ত্র ছাড়া ইসলামিক নানা ধরনের হামদ-নাত এর আওতার বাইরে)
বৃষ্টির সময় গান শুনতে তোর ভালো লাগে এটা ভেবেছিস, কিন্তু একবারও তো ভাবিস নি যে বৃষ্টির সময় তোর প্রতিপালক, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দোয়া কবুল করেন। একবার একটা পোস্ট পড়েছিলাম এমন যে, "গান শুনছেন?
ভালো কথা, শুনুন।
তবে ততটুকুই শুনুন যতটুকু গরম সিসা আপনার কানে ঢোকা পর্যন্ত সহ্য করতে পারবেন।"

তো এখন তুই সিদ্ধান্ত নে।
সীমান্ত একদম চুপ করে শুনছিল,তার মাথা নিচু হয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে সে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে এবং আবিদের কথা শুনছে।
আবিদ বলতে লাগলোঃ এবার তোর সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বলা যাক। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা অনেকেই দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে থাকি। আমরা সময় ব্যয় করি নানা ধরনের ফানি পোস্ট, ট্রল আরো নানা জিনিসের মাঝে। আমরা কি আদৌ ঠিক কাজ করছি? ভেবেছি কখনো? তুই ভেবেছিস? এইযে এইসব ফানি পোস্ট, ট্রল ইত্যাদি এগুলোতে বেশিরভাগ সময়ই এমনসব ধ্যান-ধারণা, এমন সব বিষয় প্রচার করা হয় যেগুলো আমাদের ধর্মের নানা বিধিবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। আমাদের ধর্মের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এমন বিষয় গুলো দেখা কি আমাদের উচিত?
তাছাড়া এটিকে একটু ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করা হয়।

-কেমন? সীমান্ত বলে উঠলো।
-এইসব ফানি ভিডিও, ট্রল এইসবের পেইজগুলো এর ভিউয়ারদের উপর নির্ভর করে। মানে তোর একটা ভিউ, একটা লাইক, একটা শেয়ার তাদের ওই কাজের প্রতি আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে। পরবর্তীতে কি হবে? আরো বেশি মানুষ এটা দেখবে এবং বেশি বেশি করে এগুলোতে আসক্ত হয়ে পড়বে। এর একটু দায়ও কি তোর ওই একটা ভিউ বা একটা শেয়ার এর নেই? অবশ্যই আছে। কারণ তোর ওই ভিউ বা শেয়ারের উপরেই তাদের পেইজ চলছে। আমাদের ভিউ বা শেয়ার ছাড়া তাদের ওই পেইজ চলতো না।
-এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি, আমি তো এসব ভেবেও এগুলো

করিনা।
-হাহাহা। হ্যাঁ,বন্ধু তুমি কখনোই ভেবে করো নি, বুঝে করো নি। কিন্তু সত্যি কথাটা কি জানো? *"Ignorance is not innocence but sin"*
-হুম, ঠিক বলেছিস। সীমান্ত মাথা নীচু করে জবাব দিল।

-আরেকটু ভেবে দেখ, আমাদের চারপাশের পরিবেশ আমাদের মন-মানসিকতা এবং কাজের উপর প্রভাব ফেলে। এখন তোর নিউজফিড ভরা যদি থাকে ফানি পোস্ট, ট্রল,মিম এইসবে তাহলে তোর মন-মানসিকতাও ভোগবাদী সমাজে গা এলিয়ে চলার মত হয়ে উঠবে। অন্যদিকে তোর নিউজফিডে যদি থাকে বিভিন্ন ইসলামিক স্কলারদের পেইজের আপডেট, ইসলামিক পেইজ ও গ্রুপের পোস্টগুলো, তবে তোর মন মানসিকতা এবং দৈনন্দিন কাজগুলো ধীরে ধীরে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাবে। তোর দুনিয়ার কাজ গুলো আরো সুন্দর সহজ এবং ইসলামী দ্বীনের আলোকে হবে, আর এটাই কিন্তু হওয়া উচিত। তাছাড়া ইসলামিক জ্ঞান আহরণও হবে। দুই দিনের এই দুনিয়া, আজ কিংবা কাল চলে যেতেই হবে। তবে কেন এত ভোগবাদী মন-মানসিকতা নিয়ে থাকবো? কেন সময়টাকে কাজে লাগাবো না? কেন সময়টাতে ইসলামিক জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করবো না? যে জ্ঞান কিনা আমাদের চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল হবে।
সীমান্ত চুপ করে আছে। মোবাইলে কিছু একটা করছে।

আবিদ জিজ্ঞেস করল - কিরে এখনো কি করছিস?
সীমান্ত বলল -মোবাইল থেকে সব গান ডিলিট করে দিলাম, সাথে যত শরিয়াহ বিরোধী পেইজের সাথে আমি কানেক্টেড আছি সেগুলোর সবগুলোই আজকের মধ্যেই আনফলো, আনলাইক করে দেবো ইনশা-আল্লাহ।
আবিদ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করে বলল "আলহামদুলিল্লাহ"।

বৃষ্টির ভাবটা
কেটে গিয়েছে।
মেঘ সরে গিয়ে
আকাশে সূর্যটা
হেসে উঠেছে।
সীমান্তর কাছে
আবিদকে এখন
মনে হচ্ছে
আকাশের ওই
সূর্যের এক
চিলতে আলো।

নীড়ে ফেরার গল্প

INSPIRATION SERIES

১

আমি.....(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে অনার্স করছি ১ম বর্ষে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে লস্ট মডেস্টির সাপোর্টিং টিম আছে, এটা আমার যেমন জানা ছিল না, ঠিক তেমনই কেউ এটা নিয়ে কিছু জানায়নি। কদিন আগেই মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইটা কিভাবে যেন এক বন্ধুর মারফত আমার হাতে চলে আসে। বিশ্বাস করুন, এ বইটা আমার জীবন বদলে দিয়েছে। আমি সম্পূর্ণ বদলে গেছি। আমার খুব কাছের কিছু বন্ধুকেও আমি বইটা পড়িয়েছি, তারাও তাদের একই অনুভূতির কথা বলেছে। যাযাকাল্লহু খইর। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই বই এবং লস্ট মডেস্টির সাথে যুক্ত সকলকে নিজ হাতে জান্নাতুল ফেরদৌসের অতিথি হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আরও কিছু কথা বলতে চাই, আমি এবং আমার বন্ধুরা, আমরা কিন্তু কখনোই বখাটে বা খারাপ ছেলেদের মতো ছিলাম না, আমরা ছিলাম নামাজী, কিন্ত পর্ন আসক্ত! এমনকি নামাজের মাঝেও পর্নোগ্রাফির ঐ দৃশ্যগুলো আমাদের মাথায় ঘুরত! আস্তাগফিরুল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন!

আসলেই পর্ন একজন মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়, ধুলোয় মিশিয়ে দেয়! যখন থেকেই আমার পর্ন আসক্তি হওয়া শুরু করে, আমি নিজেকে সবকিছু থেকেই গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। এক কথায় আমার কিছুই ভাল লাগতো না! কোন কিছুই না! জীবন নিয়ে ভাবনা আসে না, লাইফ নিয়ে সিরিয়াস হওয়া যায়না, কোন পদক্ষেপ নিতে ভয় পাওয়া ইত্যাদি সহ আরো অসংখ্য ভয়ংকর বিষয় পর্ন আসক্তির সাথে জড়িত। আমি মনে করি, বর্তমানে আমাদের দেশের তরুণ থেকে শুরু করে সববয়সী মানুষ যে "ভাল্লাগে" না রোগে আক্রান্ত তার মূল ও একমাত্র কারন হলো পর্ন। তার চেয়েও ভয়ানক বিষয় হলো, এভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরের কোন না কোন মানুষ জীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে, এভাবে সমাজও গুটিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।তাই আমি মনে করি, বাংলাদেশের তরুণ বা যুবকদের নিয়ে যত সমস্যা, সব সমস্যার মূল কারন হলো পর্ন, আর যথাসময়ে বিয়ে করতে না পারা। আমি মনে করি, আমরা পর্নের

বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার হচ্ছি, ঠিক সেভাবে বাংলাদেশে বিয়ের ব্যাপারে এ জটিলতা আছে, তার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হওয়া। বিয়ের ব্যাপারে যে জটিলতা, সেটা বোঝার জন্য আমি আপনাকে এবং সবাইকে অনুরোধ করব শাইখ আলি তানতাভির "বিয়ে নিয়ে কিছু কথা" বইটি পড়ার জন্য।

আজ এ পর্যন্ত, ভাল থাকবেন। আল্লাহ লস্ট মডেস্টির সকল সদস্যদের উত্তম জাযাহ দান করুক। আমিন।“

২

আমার(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) যখন ১৩ বছর বয়স তখন একদিন হটাৎ করেই মাস্টারবেশন বিষয়টা আবিষ্কার করে ফেললাম । প্রথম প্রথম আমি জানতামই না এটি খুব খারাপ।মাঝে মধ্যেই এটা করতাম । মাস দুয়েকের মধ্যে আমি মাস্টারবেশনে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। প্রতিদিন একবার তো বটেই, মাঝে মাঝে তিন চার বার করে মাস্টারবেট করতাম।
আমি ছোটবেলা থেকেই ভদ্র ছেলে ছিলাম, যাকে বলে "গুড বয়"। মেয়েদের সবসময় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতাম । আমার পরিবার থেকেও আমাকে এটাই শেখানো হয়েছিল । কিন্তু মাস্টারবেশনে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর আমার মধ্যে আমূল একটা পরিবর্তন এসে গেল এবং সেই পরিবর্তন যে নেতিবাচক সেটা বলাই বাহুল্য। আমি মেয়েদেরকে অন্য চোখে দেখা শুরু করলাম । আমার আশেপাশের মেয়েদের যেমন আমার ক্লাসমেট, প্রতিবেশিনী, স্কুলের ম্যাম এদের নিয়ে আমি সেক্স ফ্যান্টাসিতে ভুগতাম । আমার এই ফ্যান্টাসিগুলো এতটাই জঘন্য ছিল যে সেগুলো মনে হলে আমার এখন বমি আসে ।আমি অবাক হয়ে ভাবি , কীভাবে আমি,এই আমি এত বাজেভাবে চিন্তা করতাম! আমি প্রত্যেকবার মাস্টারবেট করার সময় এইসব মহিলাদের নিয়ে চিন্তা করতাম । পত্রিকার বিনোদন পেইজ, ম্যাগাজিনের মডেল, নায়িকাদের ছবি, মিউজিক ভিডিও আমাকে
বেশি বেশি মাস্টারবেট করতে বাধ্য করত।

এভাবে দু’বছর চলে গেল।
মাস্টারবেট শুরু করার পূর্বে আমি খুবই এনার্জেটিক ছেলে ছিলাম । বিভিন্ন আউটডোর স্পোর্টসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে আমি এসবে উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম এবং একসময় খেলাধুলা বলতে গেলে ছেড়েই দিলাম । আমি সবসময় দুর্বলতা অনুভব করতাম। আমার শরীরের ওজন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যেতে শুরু করল । শুরুর দিনগুলোতে

মাস্টারবেশেন আমি প্রচুর মজা পেতাম। কিন্তু এই সময়টাতে প্রতিবার মাস্টারবেট করার পর আমার মধ্যে প্রচন্ড খারাপ লাগা কাজ করত । আদিগন্ত বিস্তৃত বিষন্নতা আমাকে গ্রাস করে ফেলত।

আমি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলাম মাস্টারবেশন আমার জন্য ক্ষতিকর , আমার এটা ছাড়া উচিত। কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়তে পারছিলাম না।নিজেকে প্রচুর পরিমাণ ঘৃণা করতাম ।১৮ বছর বয়সটা আমার এই ছোট্ট জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায়। আমি এই সময়টাতে দিনে প্রায় ২/৩ বার মাস্টারবেট করতাম। পথে ঘাটে মেয়েদের টাইট টাইট পোশাক আশাক, তাদের চলাফেরা, অঙ্গ ভঙ্গি, পত্রিকার বিনোদন পেইজ, ম্যাগাজিনের নায়িকাদের খোলামেলা ছবি, আইটেম সং আমাকে পাগল করে তুলতো। আমি যেন একটা পশুতে পরিণত হয়ে যেতাম । মনে হত এখন, এই মুহূর্তে যে কোন মূল্যে আমার একটা শরীর চাই, নারীর শরীর, হোক সে রাস্তার পতিতা।

১৩ বছর বয়স থেকে আমি মাস্টারবেশনে অভ্যস্ত হলেও আমার সৌভাগ্য আমি তখনো পর্নমুভিতে আসক্ত হইনি। ১৮ বছর বয়সে এক বন্ধুর মাধ্যমে আমি 'চটির' খোঁজ পেয়ে যাই ।রাত জেগে, ক্লাসের পড়া বাদ দিয়ে, এমনকি ক্লাসেও লুকিয়ে লুকিয়ে চটি পড়তাম এবং অতি অবশ্যই প্রত্যেকবার চটি পড়ার পর মাস্টারবেট করতাম। এমন বাজে অবস্থা হয়েছিল যে আমি রমাদান মাসে রোজা রাখা অবস্থাতেও চটি পড়তাম এবং মাস্টারবেট করতাম। আমার পড়াশোনা শিকেয় উঠলো, স্বাস্থ্য ভয়ানক ভাবে ভেঙ্গে পড়লো,চুল পড়তে শুরু করলো,সেই সঙ্গে ভয়ানক মাথা ব্যাথা। চটিগল্প আমার মানসিকতা একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছিল । আমি ক্লাসের ম্যাম, বাসার কাজের মেয়ে, প্রতিবেশিনী, ক্লাসের সহপাঠিনী, এমনকি আমার অনেক মেয়ে কাজিন, ফুফু, মামী এদেরকে নিয়েও সেক্স ফ্যান্টাসিতে ভুগতাম। চটি গল্পে পড়া কাহিনী গুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার চিন্তা করতাম। আমার আশ পাশ দিয়ে কোন মেয়ে গেলেই আমি তাকে নিয়ে বাজে চিন্তা করা শুরু করতাম। আমার আশে পাশের কোন মেয়েই আমার ফ্যান্টাসির নায়িকা হওয়া থেকে রেহাই পেত না।

অনেক আগে থেকেই আমাকে বিষণ্নতা পেয়ে বসেছিল, এবার যেন বিষাদসিন্ধুতে হাবুডুবু খেতে থাকলাম। বিষণ্নতা দূর করার উপায় হিসেবে প্রচুর গান শুনতাম। কিন্তু এতে অল্প কিছু সময় ভালো লাগলেও

পরে আবার ভয়াবহ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়ে পড়তাম। এই ভয়াবহ সময়টাতে এমন একজনকে আমার পাশে দরকার ছিল যে আমার সব কথা গুলো মনযোগ দিয়ে শুনবে, আমার কষ্ট গুলো ভাগ করে নিবে, আমাকে সাহায্য করবে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে বের হয়ে আসতে। কিন্তু লজ্জার কারণে এবং আমার এই ভয়াবহ অন্ধকারের গল্প শুনলে আমাকে কতটা ঘৃণা করবে এই ভেবে আমি কাউকে কিছু বলতে পারতাম না। সবার সঙ্গে হাসিমুখে চলতাম। কাউকে বুঝতে দিতাম না এই ১৮ বছরের ছেলেটার জীবন কতটা অভিশপ্ত, প্রত্যেকটি দিন তার হৃদয়টা কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে মাস্টারবেশন আর চটি নামক অভিশাপটা।

এর কিছুদিন পর আমি পর্ন মুভিতে আসক্ত হয়ে গেলাম। প্রথম দিকে নারী পুরুষের পশুর মত যৌন মিলন দেখে আমার বমি আসতো। কিন্তু কয়েকদিনের ভেতরেই আমার কাছে এগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেল। সফটপর্ন ছেড়ে আমি ধীরে ধীরে হার্ডকোর পর্ন দেখা শুরু করলাম। **জীবন আমার কাছে অসহ্য মনে হতো। নিজেকে প্রচুর পরিমাণে ঘৃণা করতাম। সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইতাম। চাইতাম এই অন্ধকার কলুষিত জীবন থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে।**

এক দেড় বছর পার হয়ে গেল। আমি মাস্টারবেশনে তখনো আসক্ত, পর্ন দেখা বন্ধ করার জন্য প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছি নিজের সাথে এবং পরাজিত সমানতালে হচ্ছি। হঠাৎ একদিন আপনাদের লেখাগুলো চোখে পড়লো (লস্ট মডেস্টি ব্লগের লিখা)। আমি যেন এক অমূল্য রত্ন ভান্ডারের সন্ধান পেলাম। আপনাদের লেখা আমাকে ভয়ানক ভাবে প্রভাবিত করল। মাস্টারবেট করার ইচ্ছে জাগলেই আপনাদের লেখাগুলো পড়তাম। আপনাদের কথা মতো প্রচুর পরিমাণ দু'আ করতাম আল্লাহ্ (সুবঃ)'র কাছে। একটা টার্গেট ঠিক করে নিয়েছিলাম – আগামী এক সপ্তাহ ইনশা আল্লাহ্ পর্ন মুভি দেখবনা, মাস্টারবেট করব না,আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি পর্ন এবং মাস্টারবেশন আসক্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে গিয়েছি।(আল্লাহু আকবার)

হতাশা, বিষন্নতা কাটিয়ে উঠেছি সেই কবে, পড়াশোনায় উৎসাহ ফিরে পেয়েছি। জীবনটাকে এখন অনেক অনেক বেশি ভালবাসতে ইচ্ছে করে। এই গ্রীষ্মের মত জীবনটাকে এত মধুর মনে হয়নি আগে কখনো। আমার জন্য সবাই দু'আ করবেন আমি যেন চিরকাল এই অন্ধকার জগত থেকে দূরে থাকতে পারি। লস্ট মডেস্টি টিমের প্রত্যেক

সদস্যের জন্য আমার অনেক অনেক দু'আ এবং শুভকামনা রইলো। আল্লাহ্ আপনাদের কাজে বারাকাহ দান করুক। আপনাদের কাজের মাধ্যমে এবং আল্লাহ্ (সুবঃ)'র ইচ্ছায় আমার মত অনেকেই অন্ধকার জগত থেকে বের হয়ে আসবে ইনশা আল্লাহ্

**লেখাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে করা হয়েছে মুক্ত বাতাসের খোঁজে ফেসবুক গ্রুপ এবং লস্ট মডেস্টি টিমের ফেসবুক পেইজ থেকে*

নিকষ অন্ধকার থেকে পূর্বাকাশে রক্তিম আভা ঠিকই বেরিয়ে আসে। এখনো কিন্তু শরতের আকাশটা বড্ড বেশিই স্বচ্ছ। অনাবিল সৌন্দর্যে প্রকৃতি আপন ইচ্ছায় প্রস্ফুটিত। তুমিও কিন্তু এই প্রকৃতির বাইরে নও। তাকওয়ার বদলে তুমি নিজের মত প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছ কলুষিত অন্তরকে, অনবরত। বিশ্বাস কর, প্রত্যাবর্তনের সময় কিন্তু এখনো ফুরিয়ে যায়নি। তবে হ্যাঁ এই ডায়াল কিন্তু যেকোন সময় অনন্তকালের জন্য চিরস্তব্ধ হয়ে যেতে পারে...

গতমাসে ঘটে যাওয়া কিছু দুঃসহনীয় স্মৃতি!

বৈরুত বিস্ফোরণ

৪ আগষ্ট, সন্ধ্যা ৬টা ৭ মিনিট, বৈরুত বন্দর, লেবানন। একটি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এর গুদাম থেকে থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তার ঠিক ৩৩-৩৫ সেকেন্ড পরেই বিশাল শব্দে ইতিহাসের অন্যতম সবচেয়ে বড় নন-নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণটি ঘটে যায়।

ইজরাইল ও সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশ লেবালন।যার রাজধানী হল বৈরুত। একদিকে করোনার প্রভাব অন্যদিকে ভঙ্গুর অর্থনীতিতে পা পিছলাতে থাকা দেশটির মানুষ তখনও জানত না কি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সুন্দর এক বিকেলে সবাই ছিল রোজকার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু একমুহূর্তেই সবকিছু পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। গোটা শহর যেন হয়ে উঠে এক মৃত্যু নগরী। প্রকান্ড এক বিস্ফোরণে

কেঁপে ওঠে পুরো বৈরুত শহর। শুধু বৈরুত নয়, এই বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে এর শব্দ শোনা যায় ২৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী সাইপ্রাসের একটি দ্বীপ থেকেও। কালো মাশরুমের মত ধোয়া দেখে শুধু একটি ঘটনার কথাই মনে পড়ে তা হল "হিরোশিমা ও নাগাসাকির" ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল এই বিস্ফোরণ ছিল তার দশ ভাগের এক ভাগ। নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারা যায় কি বিশাল ছিল এ বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণের সূচনা ঘটে বৈরুত বন্দরের কাছে অবস্থিত একটি গুদাম থেকে। সেই গুদামে ছিল প্রায় ২৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যা খুবই বিস্ফোরক জাতীয় একটি পদার্থ। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে লেবানন পৌঁছায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটভর্তি একটি জাহাজ। রাশিয়ার মালিকানাধীন জাহাজটি ওই সময় মলডোভার পতাকা বহন করছিল। জাহাজের গতিবিধি শনাক্তকারী ওয়েবসাইট ফ্লিটমোনের তথ্যমতে, জাহাজটি তখন জর্জিয়া থেকে মোজাম্বিক যাচ্ছিল। জাহাজের ক্রুদের ভাষ্যমতে, যাত্রাপথে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বৈরুত বন্দরে নোঙর করতে বাধ্য হয় জাহাজটি। তখনই জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করে নেবালন সরকার। তারপর থেকেই বিভিন্ন আইনি জটিলতার ফলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের এই বিশাল মজুত প্রায় ৬ বছর ঐ গুদামে পড়ে থাকে। আর এর জন্যই চরম মূল্য দিতে হয় লেবাননকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এক ঘটনায় বিশ্ব সাক্ষী হয় ইতিহাসের অন্যতম সবচেয়ে বড় নন-নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের। ধসে পড়ে শহরের অধিকাংশ ভবন। গৃহহীন হয় প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ। মজুদ খাদ্যের ৮৫ শতাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাণ হারায় প্রায় ১৯০ জন মানুষ। আহত হন প্রায় ৪ হাজার মানুষ। বেশীরভাগ মানুষই আহত হন আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো পড়তে থাকা কাচের টুকরোর ফলে। এদের মধ্যে এখনও মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অনেকেই। এই বিস্ফোরণের পর থেকে দেশটি বলা যায় একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এইধরনের মর্মান্তিক দূর্ঘটনা থেকে হেফাজত করুক। আর অবশ্যই আমাদের দুয়াতে বিস্ফোরণে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের রাখতে ভুলব নাহ ইনশা আল্লাহ!

মাহফুজ আনাম দিপু।

বাবরী মসজিদ – রাম মন্দির

গত ৫ আগষ্ট ২০২০ ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে রাম-মন্দির নির্মাণের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণ করছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিজেপি শাসিত ভারত সরকার। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৫২৮ সালে মোঘল বাদশাহ বাবরের নির্দেশে সেনাপতি মীর বাকি অযোধ্যায় একটি মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করেন করেন যেটি বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত। প্রায় চার শতক ধরে জায়গাটিতে কোন প্রশ্ন না উঠলেও পাঁচ শতাধিক প্রাচীন এই মসজিদটি নিয়ে প্রথম প্রশ্ন শুরু হয় ১৮২২ সালে। এরপর একের পর এক প্রশ্ন উঠতেই থাকে। হিন্দুদের বিশ্বাস, তাদের দেবতা রামের জন্মস্থান অযোধ্যা যা বিতর্কের বিষয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএস, শিবসেনা ও বিজেপি সমর্থকেরা বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে দেয় যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লাল কৃষ্ণ আদভানী।

অবশেষে গত ৯ নভেম্বর ২০১৯ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেয় যদিও সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তি করেই এই রায় যেখানে স্পষ্ট করা বলা হয়েছে যে মন্দির ভেঙে যে মসজিদ হয়েছে তা প্রমাণিত নয় ভারতের মুসলমানরা এভাবেই শতশত বছর থেকে হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসেই রাজধানী দিল্লিতে হাজার হাজার মুসলমানের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় হিন্দু সন্ত্রাসীরা। মসজিদে আগুন দেয়। মসজিদের মিনারে বিজেপির পতাকা ওড়ায়। ঐতিহাসিক আয়া সুফিয়া জাদুঘর থেকে ফের মসজিদ হতে পারলে রাম মন্দিরও হয়তো কোনো এক সময় মসজিদ হবে। হয়তো কোনো এক সময় আসবে যখন ভারতের মুসলমানরা ইনসাফ পাবে। বাবরি মসজিদ পুনরায় নির্মিত হবে। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়.....

মোঃ মোআজ হুসাইন

'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ' এর সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

পামেলা পল একজন আমেরিকান লেখিকা। পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর বরাবরই সোচ্চার। তিনি পর্নোগ্রাফির ভয়াবহতা সম্পর্কে PORNFIELD নামে একটি বই লিখেন। এই বই সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পর্নোগ্রাফির ভয়াবহ দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমাদের পাঠকদের জন্য সেই সাক্ষাৎকারের কিছু চুম্বকাংশ অনুবাদ করা হল

প্রশ্নঃ আমেরিকান সমাজে পর্নোগ্রাফির প্রসারে কোন বিষয়টা আপনাকে সবচেয়ে বেশী বিস্মিত করেছে?

পামেলা পলঃ সত্যি কথা বলতে কি এই বইটা লেখার পূর্বে আমি কখনোই মনে করিনি পর্নোগ্রাফি এরকম ভয়াবহ একটা ইস্যু। আমি জানতাম আমেরিকাতে পর্নোগ্রাফির প্রচুর ভোক্তা আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম পর্নোগ্রাফি এমন কোন বিষয় না যে এটা কারো জীবন শেষ করে দিতে পারে। আমার মনে যে প্রশ্নটা জেগেছিল সেটা হচ্ছে , 'এইযে আমাদের সমাজে (আমেরিকান সমাজে) যে বিপুল পরিমাণ পর্নোগ্রাফি দেখা হয় সেটার কোন ইফেক্ট আছে কিনা?'

কাজেই গবেষণা করা শুরু করলাম। কেঁচো খুড়তে যেয়ে সাপ বেরিয়ে এল। আমি এমন কতগুলো লোকের সন্ধান পেলাম যাদের জীবন পর্নোগ্রাফি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকি এমন কিছু লোকের সন্ধান পেলাম যারা পর্নোগ্রাফিতে পুরোপুরি আসক্ত না, কিন্তু এই পর্নোগ্রাফির প্রভাবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, চাকুরী হারিয়ে ফেলেছে। এইসব লোকেরা মাঝে মাঝে অনুধাবন করতে পারে যে তারা আসলে পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। কিন্তু তারা যে বিষয়টা

কখনোই উপলব্ধি করতে পারেনা যে এটার পরিনাম কি ।

প্রশ্নঃ কোন স্পেসিফিক উদাহরণ দিতে পারেন?

পামেলা পলঃ একজন মহিলার সঙ্গে আমার প্রায় আধা ঘন্টার উপর ফোনালাপ হয়ে ছিল। উনি আমাকে বললেন, 'আমি একসময় প্রচুর পর্ন মুভি দেখতাম। আমি এটাকে নিছক বিনোদন মনে করতাম। আমার হাজব্যান্ডও পর্নে আসক্ত ছিল। কিন্তু আমাদের দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই হতাশাজনক। আমরা খুবই অসুখী ছিলাম।'

এই ভদ্র মহিলা পর্নোগ্রাফির বাহ্যিক জৌলুশে মুগ্ধ ছিল, কিন্তু যখন সে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলো তখন তার মোহ কেটে যেতে সময় লাগলোনা।

আপনার আসল প্রশ্নে ফিরে আসি। আপনি কয়টা উদাহরণ চান? আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা সবাই পর্নোগ্রাফির ভয়াবহ পরিনতির শিকার।

আমি প্রচন্ড বিস্মিত হয়েছি, যখন লোকজন আমাকে বলতে শুরু করল যে পর্নোগ্রাফি তাদেরকে ব্যাপক বিনোদনের জোগান দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে তারা এটাও বললো তাদের যৌন জীবনে তারা প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন। তারা তাদের ইরেকশান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, তাদের স্ত্রীরা তাদের নিয়ে ভয়াবহ অসুখী এবং তারা স্বাভাবিক যৌনকর্মে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। পর্নোগ্রাফি এইসব হতভাগা লোকদের এমনভাবে প্রোগ্রামড করে ফেলেছে যে অনলাইনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পর্ন মুভি দেখাতেই তারা আনন্দ পায়।

প্রশ্নঃ আপনি আপনার বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন অনেকেই পর্ন সিরিয়াসলি নেয় না । হালকা ভাবে নেয় , মজা মনে করে। কিন্তু আপনার বইয়ে কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা এটা খুব সিরিয়াস বিষয় হিসেবে নেই । তো ,হঠাৎ হঠাৎ পর্নমুভি দেখা এই মানুষগুলো কিভাবে পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে?

পামেলা পলঃ পর্নোগ্রাফি কিভাবে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে এটা নিয়ে আমি পুরো একটা চ্যাপ্টার লিখেছি আমার বইতে । আমার বইয়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে । প্রথমত পর্নোগ্রাফি মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো ধ্বংস করতে থাকে । একবার পর্ন মুভি দেখলে তার মধ্যে বার বার এটা করার প্রবনতা জাগে । সফট পর্ন দেখা একজন লোক কিছুদিনের মধ্যেই এটাতে আর কোন আগ্রহ খুঁজে খুঁজে পায় না । সে নতুন কিছু চায় । আরো বেশি আগ্রাসন , আরো বেশি খোলামেলা । এভাবে

কয়েক ধাপ পেরিয়ে সে একসময় নিজেকে আবিষ্কার করে হার্ডকোর পর্ন মুভি, চাইল্ড পর্ন দেখা অবস্থায় ।

আশঙ্কার কথা হল , যারা মাঝে মাঝে পর্ন মুভি দেখে তাদের মধ্যেও ঠিক একই উপসর্গ দেখা যায় (একটু কম মাত্রার) যেগুলো পাওয়া যায় পর্নোগ্রাফিতে আসক্তেদের মধ্যে ।

প্রশ্নঃ কোন নির্দিষ্ট বয়সের বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষেরাই কি শুধু পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়?

পামেলা পলঃ একসময় আমি বিশ্বাস করতাম পর্নোগ্রাফিতে শুধু তারাই আসক্ত হয় যারা অশিক্ষিত, অসচেতন। এটা শুধুমাত্র অবিবাহিত মানুষদের জন্যই। আমি ভাবতাম, প্রায় প্রত্যেক টিন এজারদের এমন একটা সময় পার করতে হয়, যে সময় তারা প্রচুর পরিমাণ পর্ন মুভি দেখে। পর্নের ব্যাপ্তিটা অনেক ছোট। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের সমাজের প্রায় সকল বয়সের এবং সকল শ্রেণীর মানুষ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। টিন এজার বলুন, মধ্যবয়স্কদের কথা বলুন, বৃদ্ধদের কথা বলুন। সবাই পর্ন মুভি দেখে।

আমি এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটেড লোকের কথা জানি, অনেক বিবাহিত, অবিবাহিত, বাগদান করা, ছোট ছোট বাচ্চা-কাচ্চা আছে এমন লোকের কথা জানি যারা নিয়মিত পর্ন মুভি দেখেন। পর্নোগ্রাফি মানুষের বেডরুম, ড্রয়িং রুম থেকে শুরু করে স্কুল কলেজের ক্লাস রুমে, অফিস আদালতে, চার্চে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি যারা নিজেদেরকে নিবেদিত প্রাণ খৃষ্টান মনে করেন, তারা পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। পর্নোগ্রাফি চার্চেও পৌঁছে গেছে। অনেক সন্ন্যাসীও এতে ভয়াবহ রকমের আসক্ত।

প্রশ্নঃ আপনার বই এবং আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ধার্মিক মানুষদের মধ্যে পর্ন মুভি দেখার প্রবণতাটা বেশ বেশি! কিন্তু ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া হয়ে গেল না?

পামেলা পলঃ আসলে ধার্মিক মানুষেরা এই ব্যাপারটাতে অনেক সৎ। তাদেরকে এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হলে তারা প্রায় কোন কিছুই লুকোছাপা না করে সত্য কথাটা বলে দেন। সেকুল্যারদের মধ্যে এই জিনিসটার বেশ অভাব।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান করার সময় যখন ধার্মিক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি পর্নোগ্রাফি নিয়ে ভোগান্তিতে আছেন কিনা? তখন তারা সত্য কথাটাই বলে দেন। একটা বিষয় এখানে মাথায় রাখবেন, পর্নোগ্রাফি নিয়ে ভোগান্তিতে থাকা মানেই এটা

নয় যে তারা নিয়মিত পর্ন মুভি দেখেন। এর মানে এটাও যে তারা পর্নোগ্রাফি থেকে দূরে সরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং একারণেই এটা নিয়ে বেশ ভোগান্তিতে আছেন।

আমি যেটা মনে করি সেকুল্যারদের চেয়ে ধার্মিক লোকেরাই এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি সচেতন এবং এটার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে বেশি তৎপর।

প্রশ্নঃ পর্নোগ্রাফির সমস্যাটা দূর করার জন্য সেকুল্যাররা ধার্মিক লোকদের থেকে কি শিক্ষা নিতে পারে?

পামেলা পলঃ সেকুল্যারদের ধর্মভিত্তিক কমিউনিটিদের মত পর্নোগ্রাফির নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করতে হবে। আমরা সবাই বলি, অমুক সমাজের এত শতাংশ লোক পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত, এত শতাংশ লোক পর্নোগ্রাফির কারণে ভয়াবহ জীবন কাটাচ্ছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থেই পর্নোগ্রাফিকে ভয়াবহ একটি বিষয় হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করার কাজ খুব একটা হয়নি। আমরা কয়জনের সঙ্গে পর্নোগ্রাফির নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি? এই ব্যাপারটাতে ধর্মভিত্তিকি কমিউনিটি গুলো অনেক অনেক এগিয়ে আছে। তারা অনেক আগেই পর্নোগ্রাফিকে একটা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এবং এটার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে চলেছে। পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে তাদের এই ক্যাম্পেইন অনেক আগেই শুরু হয়েছে

প্রশ্নঃ তো একজন মানুষ কখন বুঝতে পারবেন যে তিনি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছেন?

পামেলা পলঃ দেখেন, এই বিষয়টা এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম হয়। খুব কম সংখ্যক লোক দ্রুত ব্যাপারটা ধরতে পারে। বেশীরভাগ লোক বছরের পর বছর ধরে পর্নমুভি দেখে যায় কিন্তু বুঝতেই পারে না তারা এতে ভয়াবহ রকমের আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং মজার ব্যাপার হল, তারা কখনো স্বীকার করতে চায়না যে তারা পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত।

আমি প্রায় দুই ডজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছি যারা পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। তাদের যখন জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কতদিন ধরে পর্নমুভি দেখেন, তারা সবাই উত্তর দিতে লুকোছাপার আশ্রয় নিলেন। সবাই কিছুটা সময় কমিয়ে উত্তর দিলেন। একজনতো আমাকে বলেই বসলেন (যিনি প্রায় কয়েক বছর ধরে প্রত্যেকদিন গভীর রাত পর্যন্ত পর্ন মুভিতে বুঁদ হয়ে থাকেন) আমি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত না!

তো কখন বুঝবেন আপনি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ? কয়েকটা

বেসিক রুল বলিঃ
মনে করুন, কেউ একজন সফটপর্ন দেখা শুরু করল। কিছুদিন পর সে যদি নিজেকে আবিষ্কার করে চাইল্ড পর্ন বা গে পর্ন দেখা অবস্থায় তাহলে বুঝতে হবে বিপদঘন্টা বেজে গেছে, ঐ লোক পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

আর একটা রুল বলি, এটাকে অবশ্য জেনারালাইজড করলে হবে না, এটা কিছু কিছু মানুষের জন্য। অনেক লোক আছে পর্ন মুভি দেখা শুরু করার কিছু দিন পর পতিতালয়ে যেতে শুরু করে কেউ কেউ অনলাইনে পতিতাদের সঙ্গে চ্যাট করে। তাইলেই তো এই দুইটা রুল দিয়েই মোটামুটি বুঝতে পারবেন একজন মানুষ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত কিনা।

প্রশ্নঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনার বই পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করবে?

পামেলা পলঃ আসলে মানুষের জানা দরকার পর্নোগ্রাফি শুধু নিছক বিনোদন নয়। এর সঙ্গে ভয়াবহ ক্ষতি জড়িত রয়েছে। মানুষজনের এমন লোকদের কথা গ্রহণ করা উচিত যারা একসময় পর্নে আসক্ত ছিল বা এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এমন একসময় ছিল যখন চিকিৎসকরা রোগীদের প্রেস্ক্রাইব করত ধূমপান করার জন্য এবং মুভিতে সিগারেটকে বেশ হাইলাইট করে দেখানো হত। সময়টা ছিল এমন যে 'পুরুষ' হতে হলে আপনাকে ধূমপান করতেই হবে। কিন্তু যখন সবাই ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো জানতে পারলো, তখন থেকে ধূমপানের মাত্রা কমে যেতে থাকলো এবং বর্তমানে এটাকে নেতিবাচক দিক হিসেবেই মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় উপস্থাপন করা হয়। আমি বলব পর্নোগ্রাফির ব্যাপারটাও সিগারেটের মতো। আমরা এটা নিয়ে যতবেশি আলোচনা করব, এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানবো, এটার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ততোবেশি সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

"মানুষজনের এমন লোকদের কথা গ্রহণ করা উচিত যারা একসময় পর্নে আসক্ত ছিল বা এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছে।"

–পামেলা পল

**লস্টমডেস্টি ব্লগ থেকে সংগৃহীত*

নীল লোহিত থেকে উত্তরণের সোপানাবলী

মোঃ আরিফ আব্দুল্লাহ

একটার পর একটা পর্নোগ্রাফি দেখেই চলছে রিদম। আমাকে দেখে ধড়ফড় করে ফোনটা লুকিয়ে ফেললো। আমি রিদমের কাছে গিয়ে বসলাম। সে অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

- আবার তুই পর্ন ভিডিও দেখা শুরু করেছিস? তুই না আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলি, আর কখনো দেখবি না!
- আমি যে পারছি না দোস্ত, নেশা হয়ে গেছে।
- হায় আফসোস! অথচ কিসে নেশা হওয়া উচিত ছিলো তোর, আর আজ কিসে নেশা হয়ে গেছে! উঠে বস!

রিদম একরাশ ক্লান্তি নিয়ে উঠে বসলো। সে আবারো হস্তমৈথুন করেছে । সপ্তাহে ৪-৫ বার করে। কখনো কখনো ৭-৮ বারও হয় আবার কোন সপ্তাহে ২-৩

বার। অষ্টম শ্রেণি থেকে ও হস্তমৈথুন করে আসছে।

রিদম বিষন্ন চোখে আমার দিকে তাকালো। ভীষণ মায়া হলো আমার, ছেলেটার চোখদুটি কি সুন্দর কিন্তু কি জঘন্য পাপে লিপ্ত!

- কিভাবে ছেড়ে থাকা সম্ভব! আমি তো বারবার একই ভুল করছি দোস্ত! যখন উত্তেজিত হয়ে যাই তখন আর কিচ্ছু ভালো লাগে না আমার। ডাটা অন করেই পর্ন সাইটে চলে যাই। আমার দ্বারা সম্ভব না দোস্ত। আমি পর্ন ছাড়তে পারবো না।

- আচ্ছা ছাড়িস না। কিন্তু এই পর্নোগ্রাফি ধীরে ধীরে তোকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটাও তো একটু ভাব। এটার বিষাক্ত ছোবল জীবনকে কতোটা অশান্তি আর অস্থিরতায় ভরিয়ে দেবে সেটাও একটু ভাব। একটা সময় আসবে যখন না পারবি কাউকে বলতে, না পারবি সইতে। আচ্ছা সেটাও বাদ দে। নিজের শরীরের কথাই চিন্তা কর, এটা শরীরের জন্য কতোটা ক্ষতিকর সেটা কি জানিস? তুই বিজ্ঞানমনস্ক একজন মানুষ, বায়োলজির স্টুডেন্ট, সেহেতু বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কি বলে সেটাও তো একটু জানা উচিত নাকি?

- আচ্ছা। বল তাহলে।

- বিজ্ঞান বলছে যখন কেউ পর্নোগ্রাফি দেখে তখন তার মস্তিষ্কে কিছু ডোপামিন রিলিজ হয়। এটা ঠিক সাইকেলের চাকার মতো, সাইকেলে যতো শক্তি প্রয়োগ করবি ততই যেমন চাকা গুলো ঘুরবে, ঠিক তেমনি যতই তুই পর্ন দেখবি ততই ডোপামিন রিলিজ হতে থাকবে। আনন্দ পাওয়ার জন্য মস্তিষ্কে এটা রিলিজ হতে থাকে। অধিক পর্নোগ্রাফি দেখার কারণে ধীরে ধীরে ডোপামিন রিলিজ হবার মাত্রা বাড়তে থাকে, একসময় তুই সফটকোর পর্ন দেখে আর মজা পাবি না। তুই ঝুঁকে পড়বি হার্ডকোর পর্নোগ্রাফির দিকে। মানে তোর এই সাইকেলে পোষাচ্ছে না, স স্পীড বাড়াতে হর্সপাওয়ার বাড়াতে হবে!

> " একসময় তুই সফটকোর পর্ন দেখে আর মজা পাবি না। তুই ঝুঁকে পড়বি হার্ডকোর পর্নোগ্রাফির দিকে। "

হার্ডকোরের মতো ভীষণ জঘন্য পর্নগুলো তখন তোর নিকট প্রিয় হয়ে উঠবে! বিয়ের পর ঠিক এভাবেই স্ত্রীর সাথেও যৌনসঙ্গম করতে চাইবি, কেননা এটা তোর মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। যার ফলাফল হবে ধর্ষণের থেকেও মারাত্মক, ফলে তোর প্রতি তোর স্ত্রীর যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসাটুকু ছিল সেটা চলে যাবে, সে তোকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। আর এভাবেই পর্নোগ্রাফির হাত ধরে চমৎকার ভাবে তোর সুন্দর সাজানো সংসারটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবার ধর, রাস্তায় কোনো মহিলার দিকে তাকাতে গেলি, পর্নস্টারের দেহের মধ্যে খুঁজে বেড়ানো ব্যাপারগুলো র‍্যান্ডমলি সেই মহিলাদের মাঝেও খুঁজে বেড়াবে। বাদ যাবে না নিজের মা,

বোনও। অবাক হলি? ভেবে দেখ নিজের মা, বোনকে নিয়ে এসব মনে হলে কতোটা খারাপ লাগবে তোর!

শুধু তাই না, এটা একটা ভয়ংকর নেশাও। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকসেবনের ফলে মস্তিষ্কে যে হরমোন নিঃসৃত হয়ে আনন্দের অনুভূতি দেয়, পর্ন দেখলেও ঐ একই হরমোন একইভাবে কাজ করে। মাদকসেবনের ফলে ডোপামিন, অক্সিটোসিন প্রভৃতি হরমোন নিঃসরিত হয়ে মস্তিষ্কে একটি পথ (pathway) তৈরি করে, যে পথে নিয়মিত হরমোন নিঃসরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, যা ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত করে তোলে। পর্ন দেখলেও ঐ একই হরমোন রিলিজ হয়। পর্ন-আসক্ত ও মাদকাসক্ত ব্যাক্তিদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে দেখা গেছে তাদের মস্তিষ্কের গঠন হুবহু এক। তাই পর্নও একধরনের মাদক। এটা হিরোইন, গাঁজা, ইয়াবা, কোকেন, আফিম, ফেনসিডিল এর সমতুল্য! কখনো কখনো এর থেকেও মারাত্মক। তোরও ঠিক এমন নেশাই হতে চলছে।

- বলিস কি! তাহলে আমি গাঁজাখোর থেকেও খারাপ পর্যায়ে আছি!
- তা তো অবশ্যই। শুধু তাই না, এবার হস্তমৈথুন করলে কি কি সমস্যায় পড়বি একটু শুনে নে..

"পর্ন-আসক্ত ও মাদকাসক্ত ব্যাক্তিদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে দেখা গেছে তাদের মস্তিষ্কের গঠন হুবহু এক।"

১. অকাল বীর্যপাত বা Premature Ejaculation এর অন্যতম কারন হলো হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন করার সময় তুই যেমন চেষ্টা করিস কত তাড়াতাড়ি চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছা যায়, দেরি হলে ভালো লাগেনা। এমনটা হতে থাকলে মস্তিষ্ক দ্রুত বীর্যপাত হওয়ার বিষয়টি গেঁথে নেবে, ফলে যৌনসঙ্গীর সাথে এমনটিই ঘটবে, দ্রুত বীর্যপাতের দরুণ স্ত্রী অতৃপ্তই থেকে যাবে।

২. হস্তমৈথুনের কারনে Chronic Penile Lymphedema নামের ঘিনঘিনে একটি রোগে আক্রান্ত হবারও আশংকা থাকে। যার ফলে যৌনাঙ্গ কুৎসিত আকার ধারণ করে। (Springer Science + Business Media New York 2013: Page 2)

৩. হস্তমৈথুন তোকে যৌনমিলনের জন্য অযোগ্য, অক্ষম বানিয়ে দিবে। মেডিকেল সাইন্সের ভাষায় একে বলা হয় লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যা বা Erectile Dysfunction (ED)। European Federation of Sexology এর প্রেসিডেন্টসহ আরও অনেক বিষেষজ্ঞদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে হস্তমৈথুন লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যার অন্যতম কারণ।

৫. হস্তমৈথুনের ফলে মানবদেহে টেস্টোস্টেরনের

(Testosterone) পরিমাণ কমে যায়। শরীরে যদি টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমে যায়, তাহলে যেগুলো হতে পারে -

- ক্লান্তিভাব
- বিষণ্ণতা
- দুর্বল স্মৃতিশক্তি
- মনোযোগ কমে যাওয়া
- অতিরিক্ত অস্থিরতা
- কম শারীরিক ক্ষমতা
- আত্মনিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়া
- পুরুষালী আচরণ কমে যাওয়া
- আচরণে মিনমিনে ভাব আসা
- স্বাভাবিক যৌনক্রিয়াতে আগ্রহ না থাকা
- দ্রুত বীর্যপাত
- দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া
- মেরুদণ্ডে ব্যাথা
- পেশি সুগঠিত না হওয়া
- শরীরে চর্বি জমে যাওয়া
- হাড় ক্ষয়ে যাওয়া
- চুল পড়ে যাওয়া

৬. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে সন্তান ধারণের জন্য একজন পুরুষের ৪২ কোটি শুক্রাণু প্রয়োজন, ২০ কোটি কম হলে সন্তান হবে না। নিয়মিত হস্তমৈথুনের ফলে শুক্রাণু সংখ্যা কমতে থাকে। পরিশেষে সন্তানের জন্য যথেষ্ট শুক্রাণু তৈরি করতে অক্ষম হয়ে যায় শরীর।

৭. তাছাড়া হস্তমৈথুনের কারনে প্রষ্টেট (মূত্রথলির) ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হলো যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়া। একটা গাঁজাখোরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করিস, একদিন গাঁজা না খেলে কি অবস্থা হয় তাদের, এটা যেহেতু গাঁজা থেকেও এটা বেশি নেশাকর সেহেতু এমন একটা সময় আসবে যখন প্রত্যহ হস্তমৈথুন করতে হবে তোকে। যৌনাঙ্গ বিশ্রী আকার ধারণ করার পরও বিরত থাকতে পারবি না, কারণ নেশা যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন সেটি না করে থাকতে পারা ভীষণ যন্ত্রণার। এভাবে চলতে থাকলে একদিন আর বীর্য বের হবে না। রক্ত বের হওয়া শুরু করবে।

> "হস্তমৈথুনের ফলে মানবদেহে টেস্টোস্টেরনের (Testosterone) পরিমাণ কমে যায়।"

আমার নিজের দেখা একটা ঘটনা শোন, ক্লাস সেভেন থেকে প্রত্যহ হস্তমৈথুন করা এক ছেলে ৬ বছর পর ২০১৮ সালে মারা যায়, সে প্রত্যহ এটা করতো। তার যৌনাঙ্গের নার্ভ গুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ভেতরের নালি ফেটে যায়, অবশেষে রক্ত আসা শুরু করে। রক্ত পড়তে পড়তে শেষে মরেই গেলো।

- বলিস কি! এতোকিছু তো জানতাম না দোস্ত। শুনেই তো ভীষণ ভয় লাগছে আমার।
- এর থেকেও ভীষণ ভয়ের হলো একটি হাদিস শরিফের বর্ণনা। শুনবি?

- হুম বল।

- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমি স্বপ্নে একটি চুলা দেখতে পেলাম, যার ওপরের অংশ ছিলো চাপা আর নিচের অংশ ছিলো প্রশস্ত আর সেখানে আগুন উত্তপ্ত হচ্ছিল, ভেতরে নারী পুরুষরা চিৎকার করছিল। আগুনের শিখা ওপরে এলে তারা ওপরে উঠছে, আবার আগুন স্তিমিত হলে তারা নিচে যাচ্ছিল, সর্বদা তাদের এ অবস্থা চলছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা হলো যিনাকারী নারী ও পুরুষ।"-(বুখারী:১৩৮৬)

হস্তমৈথুনও এক ধরনের জঘন্যতম যিনা। ভেবে দেখ, পারবি এক সেকেন্ড জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে? এই আগুন এতোটাই ভয়াবহ যে, এ ক সেকেন্ড না, এক মাইক্রো সেকেন্ড বা তার কম সময়ের জন্যও পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তিটি যদি জাহান্নাম থেকে ঘুরে আসে তবে সে দুনিয়ায় সব সুখ শান্তি নিমিষেই ভুলে যাবে। সে বলবে- "আল্লাহর কসম সুখ শান্তি কি জিনিস আমি জানি না।" অথচ দুনিয়ায় আগুনই সহ্য হয়না আমাদের! জাহান্নামের আগুন থেকে কাউকে বের করে এনে যদি দুনিয়ার আগুনে রাখা হয় তবে শান্তিতে ঘুমাবে সে। ভেবে দেখ তাহলে! কতটা ভয়ানক সে আগুন। যদি তুই এমন আগুন সহ্য করতে পারিস তবে দেখ পর্ন। কর হস্তমৈথুন।

রিদম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমি মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ বললাম। এতোদিন সে এটা নিয়ে তেমন চিন্তিত ছিলো না। অথচ কতো সিরিয়াস একটা বিষয়!

- না দোস্ত। আমি তাহলে ফিরে আসবো। একদিকে শরীরের ক্ষতি আরেকদিকে পরকালের ভয়ংকর আযাব! আমাকে ফিরে আসতেই হবে দোস্ত।

কিন্তু কিভাবে বেঁচে থাকবো পর্ন থেকে? হস্তমৈথুন থেকে?

"হস্তমৈথুনও এক ধরনের জঘন্যতম যিনা।"

এসব থেকে ফিরতে যেসব পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে সেগুলো বলছি। তবে মনে রাখিস, এসব করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা চাই। এটাকে একটা যুদ্ধ ক্ষেত্র মনে কর। তুই একজন যোদ্ধা, নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ করবি। কলিজা ফেটে যাক, ভিতরে তোলপাড় শুরু হোক, প্রচন্ড ঝড় উঠুক, তবুও পর্ন দেখবি না হস্তমৈথুন করবি না। এভাবে না দেখতে দেখতে একসময় সহজ হয়ে আসবে। না দেখাটাই অভ্যাস হয়ে যাবে। এসব দেখার আর কোনো ইচ্ছে জাগবে না। ঘৃণা হবে। তবেই তুই যুদ্ধে জিততে পারবি। মনে রাখিস, এই যুদ্ধে জিতলেই জান্নাত পেয়ে যাবি।

কেননা রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন-"যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহ্বার) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (যৌনাঙ্গের) নিশ্চয়তা (সঠিক ব্যবহারের) দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।" -(বুখারী ও মুসলিম)

তুই কি সেই জান্নাত চাস না? যে জান্নাত জাফরান ফুলের সৌরভে মুখরিত, বিশাল বিশাল উঁচু উঁচু অট্টালিকা, ইটগুলো হবে সোনা রুপার, হাজারো আশ্চর্য নিয়ামতে ভরপুর, যা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। কল্পনাতে আসবেও না। দুনিয়াতে যেটুকু সুখ শান্তি আছে এগুলো তো কিছুই না, সামান্য নমুনা। অনন্ত যৌবন, চিরসজীব এক প্রাণ নিয়ে ঝলমল করতে করতে হুরদের কাছে যাবি। সেই হুর এমন এক মেয়ে যাকে বানানো হয়েছে কার্পুরের উপাদান দ্বারা, তাতে মেশক ও জাফরানের সংমিশ্রণ দেয়া হয়েছে, তার উপর মুক্তা ও নূর জড়ানো হয়েছে, যদি সে সমুদ্রের লবনাক্ত পানিতে সেই মেয়ে মুখের লালা ফেলে, তবে সমুদ্রের পানি মিঠা হয়ে যাবে। যদি তার হাতের কব্জি সূর্যের সম্মুখে ধরা হয়, তবে সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। যদি সে অন্ধকারে এসে উপস্থিত হয় সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে যাবে এবং ঝলমল করে উঠবে। যদি সে তার সাজসজ্জা সহকারে পৃথিবীতে এসে পড়ে, তবে সারা জাহান ঘ্রাণে মোহিত হয়ে যাবে, উজ্জল হয়ে যাবে। সে মেশক ও জাফরানের বাগিচায় লালিতপালিত হয়েছে। ইয়াকুত ও মারজানের শাখাসমূহে খেলেছে। সেই অপূর্ব চিরকুমারী মেয়ের সাথে মিলন ঘটবে জান্নাতে। দুনিয়ায় কখনো যে আশা মিটেনি সেখানে তা পূরণ হবে।

তোকে সেই জান্নাতের জন্য যুদ্ধে নামতে হবে দোস্ত। নফসের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এর জন্য কিছু নিয়ম তোকে শিখিয়ে দিই আয়ঃ

"মনে রাখিস, এই যুদ্ধে জিতলেই জান্নাত পেয়ে যাবি।"

মেয়ে দেখা বন্ধ করে দে। সেটা হতে পারে বাস্তবে দেখা বা ছবিতে দেখা অথবা ভিডিও, টিকটক ইত্যাদিতে দেখা। কুদৃষ্টিকে শয়তানের অব্যর্থ তীর বলা হয়েছে। কুদৃষ্টি থেকে শুরু হয় কুকল্পনা, এরপর হস্তমৈথুন।

. ফেসবুকে মেয়েদের রিকুয়েষ্ট একসেপ্ট করবি না। বর্তমানে যারা আছে আনফ্রেন্ড করা শুরু করে দে। মনে রাখবি, এক পাপ অন্য পাপকে টেনে আনে। মেয়ের ছবি, স্টাটাস, রোমান্টিক গল্প, কবিতা ইত্যাদি দেখলে তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। জাস্ট ফ্রেন্ড থেকে শুরু হয়ে তা হস্তমৈথুনে গিয়ে ঠেকবে।

. যদি হারাম রিলেশন থেকে থাকে, তবে ফিরে

আয়। অনেক কষ্ট হয় জানি, কিন্তু ফিরে আসতেই হবে। মেয়ের সাথে কথা বলা, ভিডিও চ্যাটিং ইত্যাদি ছাড়তে না পারলে হস্তমৈথুন থেকে বাঁচতে পারবি না।

. যেসব চ্যাটিং গ্রুপে ছেলে-মেয়েদের আড্ডা হয়, সেখান থেকে লিভ নে। এরা মজা করতে করতে ধীরে ধীরে ১৮+ কথাবার্তা বলতে শুরু করবে। এসব গ্রুপ হলো শয়তানের আখড়া।

. মাঝে মাঝে রোযা রাখবি। এটা নবী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। রোযা যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত করে।

. খুসু-খুজু (ধ্যান-খেয়াল) ওয়ালা নামাজ শুরু করে দে, আল্লাহ পাক বলেন- " নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে"। -(আল-কুরআন ২৯:৪৫)

. নিজের উপর শাস্তির বিধান কর। কুদৃষ্টি বা কোনো মেয়ের সাথে চ্যাটিং বা পর্ন সাইটে ঢোকা ইত্যাদি হয়ে গেলেই সাথে সাথে ১০ রাকাআত নামাজ শাস্তিস্বরূপ পড়ে নে। দেখবি এসব অনেক কমে গেছে।

. দৈনিক কমপক্ষে ২০ বার মৃত্যুর স্মরণ করবি। মৃত্যুর স্মরণ যতো বেশি করবি, গুনাহের হার ততই কমবে। মৃত্যু যখন অবধারিত, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানে গুনাহ করার কোনো মানেই হয় না।

. খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করবি। ভালো দ্বীনদার বন্ধুদের সাথে মিশবি। কথায় আছে সঙ্গ গুণে রঙ্গ ধরে। সোনার সাথে থাকতে থাকতে লোহার গায়েও একদিন সোনার ছটা লাগে!

. টেবিলের উপর ছোট্ট একটা ক্যালেন্ডার রেখে দে। সারাদিন হস্তমৈথুন আর পর্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পর ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওই দিনের তারিখে টিক চিহ্ন দে। এই টিক চিহ্ন ওই দিনের যুদ্ধজয়ের টিকচিহ্ন। মাস শেষে উন্নতি কতদূর হলো দেখবি। ইনশাআল্লাহ এমন একদিন আসবে সেদিন আর ক্যালেন্ডার লাগবে না। প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত হবে যুদ্ধজয়ের দিন-রাত!

> " কুদৃষ্টি থেকে শুরু হয় কুকল্পনা, এরপর হস্তমৈথুন।"

. "মুক্ত বাতাসের খোঁজে" বইটা কিনবি। অথবা পিডিএফ লিংক নিয়ে নিস lostmodesty.com থেকে। আমার মনে হয় এই একটা বই-ই যথেষ্ট, কারণ তোর ভেতর মানার গুণ রয়েছে। ব্যাস, আর কিছু লাগবে না। মাত্র এই কয়েকটা কাজ। এতটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট। (বোনেরা তোমরা এখানে ছেলে ধরে নিয়ো,যাহাই বায়ান্ন

তাহাই তিপাল্ল)

রিদমের চোখ খুশিতে চকচক করে উঠলো, মনে হচ্ছে এসব ওর জন্য খুব সহজ। কারণ ওর গার্লফ্রেন্ড নেই, ব্রেকাপ হয়ে গেছে। আমার সামনে প্রতিজ্ঞাও করেছিলো হারাম রিলেশন কখনো করবে না। বাদবাকি কাজগুলো ওর জন্য ব্যাপার না। যার মাথায় গার্লফ্রেন্ড নামক বোঝাটি নেই, সে এই যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত তরবারী চালাতে পারে। তবে গার্লফ্রেন্ড নামক বোঝাটি উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া আরও অধীক বীরত্ব রাখে।

- আমি সব করবো দোস্ত। আমায় জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে, জান্নাত পেতে হবে আর শারিরীক সমস্যা থেকেও বাঁচতে হবে। এই নীললোহিত থেকে আমি বাঁচতে চাই দোস্ত!

- মাশাল্লাহ। তোর কথা শুনে ভাল্লাগছে। এটা থেকে বেঁচে থাকতে হলে প্রথমত তোকে তওবা করে ফিরে আসতে হবে। এটা প্রথম কাজ। একটাবার চেয়ে দেখনা সেই মহান রবের ধৈর্যশীলতার দিকে তাকিয়ে!

তুই কি দেখছিস না প্রতিটা দিন তোর গুনাহের পরেও কিভাবে তোকে আগলে রাখছেন তিনি! কখনো খাবার কেড়ে নেননি, কখনো পানি কেড়ে নেননি, কখনো অক্সিজেন কেড়ে নেননি, যে হাত দিয়ে তুই হস্তমৈথুন করিস সে হাত প্যারালাইজড করে দেননি, যে চোখ দিয়ে যিনার গুনাহ করিস সে চোখ নষ্ট করে দেননি, যে অঙ্গ দিয়ে যিনার গুনাহ করিস সে অঙ্গ অচল করে দেননি। কোটি কোটি ভাইরাস, কোটি কোটি জীবাণু থেকে প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে দিচ্ছেন তোকে। সকালে, দুপুরে, রাতে পর্ন ভিডিও দেখার পরেও প্রতিদিন সকালের নাশতা, লাঞ্চ, ডিনার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই রবের দিকে ফিরবি না তুই?

"মুক্ত বাতাসের খোঁজে" বইটা কিনবি। অথবা পিডিএফ লিংক নিয়ে নিস lostmodesty.com থেকে।

ফিরবো দোস্ত। অবশ্যই ফিরবো। কিন্তু তিনি কি আমার মতো এতোবড় জঘন্যকে ক্ষমা করবেন?

- এটা কি বললি তুই! তোর পাপ কি রবের ক্ষমাশীলতার থেকে বেশি হয়ে গেলো! তবে মনে রাখ, সেই রবের কসম যার হাতে আমার প্রাণ তোর গুনাহ দিয়ে যদি সারা আসমান জমিনও ভরে যায়, তবে সেটা তার ক্ষমাশীলতার সামনে সামান্য মশা-মাছিও না। তুই যদি একবার অন্তর দিয়ে তওবা করতে পারিস, তোর গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তবুও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দিবেন তিনি। এতটাই গফুরুর রহিম আমাদের রব! তুই কি জানিস, সেই মহান আল্লাহ পাক তোর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন!

আশ্চর্য হয়ে গেলো রিদম।

- আমার মতো নাফরমানের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন!

- হ্যাঁ দোস্ত, তিনি যে অপেক্ষায় আছেন এটা তো তিনি নিজেই বলেছেন। আমাদের অশ্লীলতা, যিনা-ব্যাভিচার, হাজারো রকমের পাপাচার ইত্যাদি দেখে " সমুদ্র প্রতিদিন আল্লাহর কাছে অনুমতি চায়, হে আল্লাহ আপনি অনুমতি দিন আমি এই জাতির উপর উপচে পড়ে এদের ভাসিয়ে নিয়ে যাই, জমিন বলতে থাকে হে আল্লাহ আপনি আমায় অনুমতি দিন এই বেহায়া জাতিকে আমার ভিতর গিলে ফেলি, এই মিথ্যুক বদমাশ জাতিকে ধ্বংস করে দেই, ফেরেশতারা বলতে থাকে ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের অনুমতি দিন আমরা এদের সাফ করে দেই, আল্লাহ পাক তখন বলেন - যাও যাও নিজের কাজ করো এরা আমার বান্দা। এটা আমার আর আমার বান্দার বিষয়, যদি তোমার বান্দা হয় তবে মেরে ফেলো আর যদি আমার বান্দা হয় তবে অবশ্যই আমি তার জন্য অপেক্ষা করবো।"

-(মুসনাদে আহমদ এর রেওয়াতে)

তিনি তো এতটাই গফুরুর রহিম যে, এক পতিতা মহিলাকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছেন একটা কুকুরকে সামান্য পানি পান করানোর কারণে , তাহলে তোকে তিনি কেন ক্ষমা করবেন না? তিনি তো ক্ষমা করার জন্যই অপেক্ষায় আছেন।

রিদম মাথা নিচু করে চোখ মুছলো। কেন জানি খুব কান্না পাচ্ছে তার। নিজের উপর প্রচন্ড ঘৃণা হচ্ছে! কি এক আশ্চর্যের কথা! যেই আল্লাহ পাককে এতো জঘন্যতম গুনাহ করে অসন্তুষ্ট করেছি, সেই আল্লাহ পাক আমার মতো এতোবড় নালায়েক নাফরমানের উপর বিন্দু মাত্র প্রতিশোধ না নিয়ে বরং অপেক্ষা করছেন! ভাবতে লাগলো রিদম। কতোই না সুমহান সেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা! হায়! তার দিকে না ফিরে আমি এ কোথায় যাচ্ছি!

" আমার মতো নাফরমানের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন!"

- একটা জিনিস চিন্তা কর দোস্ত। ধর, দুপুরে তুই মুরগীর রোস্ট দিয়ে দুই প্লেট বিরিয়ানি খাইলি। পেট ভরে খাইলি। এটাই কি শেষ? তোকে আর খেতে হবে না? আর ক্ষিধে লাগবে না? রাত হলে ঠিকই আবার ক্ষিধে লাগবে তোর। আবারও পেট ভরে খেতে হবে তোকে। ঠিক হস্তমৈথুনের ব্যাপারটাও এরকম, এখন তুই হস্তমৈথুন করলি, পর্ন দেখলি, এটাই কি শেষ? চাহিদা মিটে গেলো? আর করতে হবে না? কিছু সময় পর আবারও তো উত্তেজনা আসবে তোর। তাই বারবার করাটা কোনো সমাধান না দোস্ত। বরং কিভাবে না করে থাকা যায় সেটাই ভাবতে হবে তোকে। আমি জানি প্রথম প্রথম ভীষণ কষ্ট হবে

তোর। হাতের কাছে এন্ড্রয়েড ফোন। অন্ধকার রাত, আশেপাশে কেউ নেই। একা রুমে তুই। ফোর-জি নেট! পর্ন সাইটে ঢুকলি, ক্লিক করা মাত্র ২ সেকেন্ডের ব্যাপার। নেমে আসবে লক্ষ লক্ষ পর্ন ভিডিও। কেউ দেখছে না তোকে, আমি দেখছি না, তোর বাবা-মা, ভাই-বোন দেখছে না, কেউই দেখছে না। তুই নিশ্চিন্ত মনে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিডিও অন করলি! অথচ ঠিক সেই মুহূর্তেও একজন তোকে দেখছে। যার দৃষ্টি থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তখনো তোর দিকে তাকিয়ে আছেন। ভেবে দেখ একবার, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তোর দিকে চেয়ে আছেন, আর তুই হস্তমৈথুন করবি!

- না দোস্ত! ইশ কতো হাজার বার যে করেছি, আর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন! হায়! লজ্জায় মাথা কাটা যায়না কেন আমার!

রিদম মাথা নিচু করে নিজের প্রতি প্রচন্ড আক্ষেপ নিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি বাহবা দিলাম!

- এই লজ্জা থাকাটা ভীষণ দরকার দোস্ত। লজ্জা ঈমানের বিশেষ শাখা।

- আমি এসব বাদ দিতে চাই দোস্ত। সত্যি বাদ দিতে চাই।

- আমি জানি, পারবি তুই ইনশা আল্লাহ। তবে এটা থেকে বেঁচে থাকতে একটু কষ্ট হবে। কোনো কিছু পেতে গেলে কষ্ট তো করতেই হয় তাই না? তুই আল্লাহকে পেতে চাস, জান্নাত পেতে চাই, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাস, এই কষ্টটুকু মানিয়ে নিতে হবে তোকে। উত্তেজনায় হৃদয় তোলপাড় হওয়া সত্ত্বেও তুই পর্ন দেখছিস না, হস্তমৈথুনও করছিস না। ফলে ভীষণ কষ্টে হৃদয় ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে তোর। কিন্তু তুই কি জানিস? আল্লাহ তায়ালা এই ভগ্নহৃদয় কে কতটা ভালোবাসেন? তাই আবারো বলছি নিজের নফস,নিজের ইচ্ছাশক্তিকে লাগাম টেনে ধর। আখেরে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই!!!

আযান দিচ্ছে, চল মসজিদের দিকে হাঁটা শুরু করি।

- হ্যাঁ চল।

"আমি এসব বাদ দিতে চাই দোস্ত। সত্যি বাদ দিতে চাই।"

পড়তে পারো নিচের বইগুলো

–তারিক বিন জিয়াদ

১) মুক্ত বাতাসের খোঁজে‘ – বইটি যেন আবদ্ধ জীবনে এক পলক বাতাসের মতোই। একটি মানুষ যখন নিজেকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন বইটি হতে পারে তার জন্য সুস্থ পথের দিশা, আলোকবর্তিকা। ‘মুক্ত বাতাসের খোঁজে‘ হচ্ছে বদ্ধ ঘরে ঘুটঘুটে অমানিশার মাঝে এক বিন্দু আলোর ফুলকি। এই বইটাকে যারা পড়েছেন তারা এই বইয়ের একটা নাম দিয়েছেন, ‘অক্সিজেন‘! বিষাক্ত এই দুনিয়ায় যদি চাও একটু মুক্ত বাতাস হৃদয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে বা পাশের প্রিয় কোন মানুষটাকে যদি হারাতে না চাও এই নীল অন্ধকারে তবে এই বইটি কিন্তু তোমাদের জন্য দারুণ উপযোগী।

২) ঘুরে দাঁড়াও – আল্লাহ তা’আলা কিন্তু আমাদের ওপর সাধ্যের চেয়ে বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দেননা। তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা অবশ্যই আল্লাহ তা’আলা আমাদের সাধ্যের মধ্যেই রেখেছেন। নাহলে এটি কখনোই গুনাহ হতোনা। আর কীভাবে এই অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের সাধ্যের মধ্যে রাখা হয়েছে তার বেশ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে ‘ঘুরে দাঁড়াও’ বইটির লেখক। এমনকি এই আসক্তি যদি চরম পর্যায়েও চলে যায় তবুও কিন্তু এই আসক্তি থেকে বের হয়ে আসার উপায় বাতলিয়ে দিয়েছে বইটির লেখক। পর্ণ আসক্তি থেকে বের হওয়ার যাত্রায় ‘ঘুরে দাঁড়াও’ বইটি নিজেদের সংগ্রহে রাখতে পারো।

Short reminder:

"আর নিশ্চয়ই তারাই (শয়তান) মানুষ কে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

-সূরা যুখরুক,আয়াতঃ৩৭

"অতঃপর কেউ অণু পরিমান সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমান অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।"

-সূরা যিলযাল, আয়াতঃ৭-৮

"নিশ্চয় আমি তার জন্য বড় ক্ষমাশীল যে তওবা করে ঈমান আনে, সৎ কাজ করে ও সৎপথে অবিচল থাকে।"

-সূরা ত্ব'হা, আয়াতঃ৮২

"তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ কর।"

-সূরা আত তূর, আয়াতঃ৪৮

"আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন ?"

-সূরা আলে ইমরান-১৩৫

"তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন।"

-সূরা আল ফাতহ, আয়াতঃ২৪

"যারা বিয়ের ব্যয় বহনের সামর্থ রাখে না তারা রোজা রাখবে কেননা রোজা তাদের যৌন উত্তেজনা দমন করবে।"

-সহিহ বুখারীঃ ৫০৬৬

"অতিরিক্ত সাজসজ্জা, অশ্লীলতা আর নগ্নতার প্রসার ঘটানো হলো ইবলিস ও তার অনুসারীদের প্রথমদিককার একটি চাল।"

-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী,সবুজ পাতার বন (পৃষ্ঠা ৫৪)

"গান বাদ্যযন্ত্র মানুষের মনে যিনা- ব্যাভিচারের কল্পনা এমনভাবে জাগিয়ে তলে যেমন পানি সবজি উৎপন্নে সাহায্য করে।"

-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ),যৌবনের মৌবনে পৃষ্ঠাঃ১৭২

"এরা তো বাচ্চা।কিছুই বুঝে না....
এইসব কথা বলে ছেলেমেয়েদের ফ্রি ছেড়ে দেয়া হয়। অথচ এরা সবই বুঝে। ছেলেমেয়েদের ছোট থেকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আদব- আখলাক-শিষ্টাচার শেখাতে হয়।"

-মুফতি মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন

"আর আপনার রব এর শাস্তি কিছু মাত্র তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা অবশ্যই বলে উঠবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালেম।"

-সূরা আল আম্বিয়া,আয়াতঃ৪৬

"যে ব্যক্তি যৌন উত্তেজনা নিয়ে কোনো পর-নারীর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্যতাকে দেখবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।"

-হেদায়া, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা-৩৬৮

"গান অন্তরকে ধ্বংস করে ফেলে। যখন অন্তর ধ্বংস হয় তখন তাতে মুনাফিকি চলে আসে।"

-ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাল্লাহ), ইগাসাতুল লাহফান

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রবৃত্তিকে বেঁধে রাখে শিকল দিয়ে, আর কেউ কেউ সুতা দিয়ে। তাই গুনাহের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।"

-ইমাম ইবনুল জাওমি (রহ.), হৃদয়ের দিনলিপি

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন যেদিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।"

-মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২

"যে ব্যাক্তি নিজের ব্যাপারে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে, তার জন্য ফরয হজ্জের চেয়েও বিয়ে করা অধিক জরুরি। অথচ হজ্জ ইসলামের রোকন সমূহের একটি তা সত্ত্বেও যে ব্যাক্তি হজ্জ ও বিয়ে উভয়ই একসাথে করতে সক্ষম নয়,তাকে অবশ্যই হজ্জের উপর বিবাহকে প্রাধান্য দিতে হবে।"

-শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ,অন্তরের রোগ ১ পৃষ্ঠাঃ৪৪

"শরীয়ত (অপ্রয়োজনে) রাস্তায় বসা হতে নিষেধ করেছে। কারণ রাস্তায় বসলে বিভিন্ন ধরনের নোংরা ছবি-পোস্টার ও নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে; যেগুলা একজন মানুষের মাঝে যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে এবং তাকে অপকর্ম করতে উৎসাহ জোগায়।"

-শাইখ সালিহ আল- মুনাজ্জিদ,অন্তরের রোগ ১ পৃষ্ঠাঃ১৯

"মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য শয়তানের একটা পছন্দনীয় কৌশল হচ্ছে, মন্দের মধ্যে কিছুটা ভালো দেখিয়ে মানুষকে সেইদিকে আহ্বান করা। মানুষ সেটার নিকটবর্তী হওয়ামাত্র শয়তানের ঘোরটোপে আটকা পড়ে। কেবল বুদ্ধিমানরাই এটা পূর্বথেকে আঁচ করতে পারে।"

-ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ), সবর ও শোকর পৃঃ৫৬

"ক্ষতিগ্রস্থ তো ওই ব্যাক্তিই যে মানুষের সামনে ভালো কাজ জাহির করে, আর ওই সত্তার সামনে মন্দকাজ করে থাকে যে কিনা তার গলার ধমনি থেকেও অধিক নিকটে।"

-আবু সুলাইমান (রহ.),নাবিজির পরশে সালাফের দরসে পৃঃ ৫৯

"মুক্ত বাতাসের খোঁজে" বইটি পিডিএফ পড়তে নিচের লিংক এ প্রবেশ করুনঃ

http://lostmodestypdf.blogspot.com/?m=1